[illegible]ামনা-কুমার নাটক।

স্ত্রীণাং মপ্রিয় কশ্চিৎ প্রিয় বাপি নবিদ্যতে।
ভী তৃণাং মিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তিং নবং নবং ॥”

শ্রীতিনকড়ি বিশ্বাস প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
চিৎপুর রোড ১৯ নং ভবনে
শ্রীহৃদয়লাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১২৮৩।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

বিক্রমাদিত্য	উজ্জয়িনী নগরের রাজা
কালীদাস ও বররুচি	ঐ রাজার সভাপণ্ডিত।
চিত্ররথ	গন্ধর্ব্ব।
দুর্ব্বাসা	মুনি।
কীর্ত্তিচন্দ্র	মেদিনীপুরের সওদাগর
কুমার	ঐ সওদাগরের পুত্র।
হাটু দত্ত	ঐ সওদদরের খুড়া।
সাধু দত্ত	কুমারের শ্বশুর।
সভ্যগণ	ঐ বান্ধব।
ব্যাধ	পক্ষ উপজীবিকা।
কর্ণধার	কুমারের তরণী বাহক
জয়পাল	কামিনীর ছদ্মবেশ ধা.
মণিলাল	কামিনীর দাসী।
চোপদার	ঐ ঐ।
মণিলালের বান্ধব	কামিনী।

স্ত্রী।

তারাবতী	গন্ধর্ব্ব পত্নী।
সদাগর পত্নী	কীর্ত্তিচন্দ্রের স্ত্রী।
দাসী	ঐ সাধুর স্ত্রীর দাসী
কামিনী	কুমারের স্ত্রী।
সোণামণি	ঐ দাসী।
সোণামুখী	ঐ দাসী।
লক্ষহীরা	কামিনী।
ভৈরবী	ঐ।
মোগলানী	ঐ।
দাসী	সোণা ও সোণামুখী

কামিনী-কুমার নাটক

প্রথম অঙ্ক।

উজ্জয়িনী নগর—বিক্রমাদিত্যের রাজসভা।

কালীদাস বররুচি প্রভৃতি নবরত্নের প্রবেশ।

(মন্ত্রী ও সভাসদগণ যোড়হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান।)

বররুচি। এই ধরণীমণ্ডলে কামিনীগণ যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী সেরূপ আর কেহ নয়।

বিক্রম। সত্য, কিন্তু নারীর শ্রেষ্ঠা মৌনবতী ও ভানুমতী। ইঁহারা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, এবং ইহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ও প্রাখর্য্যতা যে কত দুর পর্য্যন্তা আর অধিক করে কি বলব।

কালী। মহারাজ! পূর্ব্বকালে যে সকল কামিনীগণ সদ্গুণবতী ও রূপবতী ছিলেন, তাঁহাদের সদৃশ আপনার মহিষীদ্বয় কোন ক্রমে তুল্য নহে, রত্নাকর গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত আছে, যে পতির সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে কুল, মান, লজ্জা, কিরূপে রক্ষা করেছিলেন, তাহা বিশেষ করিয়া এক মুখে কত বর্ণনা কর্‌ব, এ জন্য তাঁহাদের নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত করিতেছি।

রাজা। সে কামিনীগণ কোথায় কিরূপে ছিলেন, তাহা বিশেষ করে বর্ণনা করুন দেখি।

কালী। তবে বলি শুনুন।

কালীদাসের উপবেশন।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্বের স্ত্রী ও তাঁহার প্রিয় সহচরীর উদ্যান ভ্রমণ।

তারা। (উদ্যান মধ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে) সখি এমন সুন্দর উপবন তো কখন দৃষ্টিগোচর করি নাই, আহা! কি মনোহর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়ে কাননের শোভা বর্দ্ধন করেছে, আর মন্দ মন্দ সমীরণে শরীরকে কেমন সুশীতল কর্‌চে। আহা! সখি, কি সুগন্ধ বহির্গত হচ্ছে। ঐ গন্ধ আঘ্রাণে মন প্রাণ একেবারে মোহিত করেছে। আরো দেখ, বৃক্ষোপরি পিকবর পুষ্পোপরি ভৃঙ্গগণ মধুপানে মত্ত হয়ে, মধুস্বরে গুন্ গুন্ রবে কি মনোহর গাণ করিতেছে। আহা! এ যে কানন, যদি আপনি দেব দেব মহাদেব শূলপাণি মহাযোগী এখানে আগমন করেন, তা হলে তিনিও এই উপবন সন্দর্শনে মোহিত হন। আমি কি ছার, যদি রতিদেবী এখানে আসেন, তিনিও এই উপবন দর্শনে মুগ্ধ ও বিমোহিত

হন, তার আর ভুল নাই। (দুই এক পদ সঞ্চালন)
সখি! আর এক আশ্চর্য্য দেখেছ?

সখী। কৈ, কি, কিছুইতো দেখিনি।

তারা। ঐ দেখ, পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট এক রমণী, তৎ-পার্শ্বে এক সৌম্যমূর্ত্তি যুবা পুরুষ রহিয়াছে। আহা! কি সুন্দর রূপ! এমন রূপ তো কখন দেখিনি।

দেখ দেখ ওগো সখি, একি চমৎকার।
হেন রূপ নাহি দেখি, ত্রিলোক মাঝার॥
কে বলে, রূপের শ্রেষ্ঠ, রতি ও মদন?
এ রূপ দেখিলে, তারা হয় অচেতন॥

সখী। এইবার আমি বেশ দেখেছি, আহা! কি চমৎ-কার রূপ।

তারা। দেখ সখি! আমি ইচ্ছা করি, উভয়কে দাস দাসী করে রাখি।

সখী। আপনার ইচ্ছা হয়েছে তাতে আবার অমত কার আছে।

তারা। তবে এক কায কর, ঐ উভয়ের শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে, চৈতন্যবিহীন করে আমার আলয়ে লয়ে এস।

সখী। যে আজ্ঞে।

[তারাবতীর প্রস্থান।

গন্ধর্ব্বালয়—তারাবতী উপবিষ্ট।

(সখীর প্রবেশ।)

সখী। ঠাকুরাণি! আপনার অভিলষিত দাস ও দাসীটীকে আনয়ন করেছি। এক্ষণে যাহা অভিরুচি হয় করুন।

তারা। উভয়কে পর্য্যঙ্কোপরে আমার সম্মুখে রাখ। (তারাবতীর একদৃষ্টে নিরীক্ষণ)।

(চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্বের প্রবেশ।)

চিত্রা। (তিন জনকে এক গৃহে দেখিয়া ক্রোধভরে) রে দুষ্টমতি! তোর এই কায! পূর্ব্বে যে সতীত্ব জানাতিস্ একেবারেই প্রকাশ? রে ব্যভিচারিণি, কুলকলঙ্কিণি! গন্ধর্ব্ব হইয়া মানব সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিস্? তোকে ধিক্ ছি ছি!

তারা। সে কি নাথ! এমন কুৎসিত বচন মুখেও আনিও না, আমি সাধ্ব্যাসতী, তুমি কি উন্মত্ত হয়েছ? আমি জাগ্রত কি স্বপনে তোমা ভিন্ন কাহাকেও জানি না, তুমি আমাকে বিনা দোষে এরূপ তিরস্কার করিতেছ কেন? আমি তোমার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি, এই ব্যক্তিকে অত্যন্ত সুশ্রী দেখিয়া আপনার দাস করিবার অভিলাষে আনিয়াছি।

চিত্রা। তুমি যতই কেন বলনা, আমি আর বিশ্বাস করি না, আমার অগোচরে তুমি এইরূপ কাযই করিয়া থাক।

(দুর্ব্বাসা মুনির প্রবেশ)।

দুর্ব্বাসা। (দূর হইতে কোলাহল শ্রবণে) বলি ওহে গন্ধর্ব্ব তোমাদের বিবাদ কিসের?

চিত্রা। (অন্যমনস্ক ও নিরুত্তর, স্ত্রীর প্রতি) তোকে এখনই বিনাশ কর্‌ব।

দুর্ব্বাসা। বলি কি হয়েছে হে?

চিত্রা। (পুনরায় নিরুত্তর, স্ত্রীর প্রতি) তোর এত বড় স্পর্দ্ধা যে তুই এমন কায করিস্‌!

দুর্ব্বাসা। (ক্রোধে অধীর হইয়া) রে নিষ্ঠুর! তুই আমাকে অবমাননা করিস্‌, তোর সম মহাপাপী নির্দ্দয় আর কে আছে, তুই এই সুরপুরের যোগ্য নোস্‌, অভিশাপ দিলাম, যা মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ কর।

চিত্রা। (অভিশাপে ভীত হইয়া মুনির প্রতি)—

গন্ধর্ব্ব কহেন প্রভু নিবেদন করি।
মর্ত্যলোকে যেতে মর্ম্ম বেদনায় মরি॥
বরঞ্চ কীটানুকীট করুন স্বর্গেতে।
তবু সাধ নহে প্রভু মর্ত্যেতে যাইতে॥

দুর্ব্বাসা। (ক্রোধ সম্বরণ করিয়া) ওহে চিত্রাঙ্গদ! আমার বাক্য অলঙ্ঘনীয়, যা একবার মুখ থেকে বহিষ্কৃত হয়, তা কখনই অন্যথা হয় না। কিছুদিনের জন্য মর্ত্যে গিয়া জন্মগ্রহণ কর, অচিরে স্বর্গলাভ হবে।

(অনতি বিলম্বে চিত্রাঙ্গদ ও তৎ কামিনীর স্বর্গচ্যুত হওন।

প্রথম গর্ভাঙ্ক সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মেদিনীপুর—কীর্ত্তিচন্দ্র সওদাগরের বাটীর বৈঠকখানা।

কীর্ত্তিচন্দ্র উপবিষ্ট।

কীর্ত্তি। (স্বগত) মহিষীর তো পূর্ণ গর্ভ উপস্থিত, অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না, কন্যা জন্মে কি পুত্র হয়, ওসব বিধি লিপি কার্য্য, ও তো আর কারো হাত নেই।

(দাসীর প্রবেশ)।

দাসী। (করযোড়ে সওদাগরের প্রতি) প্রণাম হই, প্রভু আপনার একটী নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন।

সওদা। (আহ্লাদে) আজ কি সুপ্রভাত! দাসী আমাকে তুমি যে সংবাদ দিলে তার আর কি পারিতোষিক দিব, এই নাও, (গলে হইতে রত্নহার প্রদান)।

[দাসীর প্রস্থান।

(হাটু দত্তের প্রবেশ)।

হাটু। বাবাজী আশীর্ব্বাদ করি, তবে সব মঙ্গলতো?

সওদা। আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্ত মঙ্গল, কিন্তু আপনার জন্যে ভাব্‌ছিলাম।

হাটু। কেন?

সওদা। আমি একটী পুত্র লাভ করেছি, সেই জন্য আপনার নিকট লোক প্রেরণ কচ্ছিলাম, ইতি মধ্যে দৈবের

কর্ম্ম আপনার শুভাগমন হয়েছে এ জন্য আমি আপনার নিকট অত্যন্ত বাধিত হলেম।

হাটু। বলি এ তো আহ্লাদের বিষয়, এর বাড়া আর কি আছে।

সওদা। তাই বটে, কিন্তু আপনার আশীর্ব্বাদে আমি যে সন্তান প্রাপ্ত হয়েছি। অদ্য সেই পুত্রটীর অন্নপ্রাসন,অত এব আপনি উহার নামকরণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন।

হাটু। শুভদিনে ও শুভলগ্নে তোমার সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে, আমি আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবী হোক্, আর উহার নাম কুমার থাক্।

[হাটুর প্রস্থান।

(ভাটের প্রবেশ।)

ভাট। বলি কোথা গো সওদাগর মশায়, এদিকে একবার আস্‌তে আজ্ঞা হোক্।

সওদা। বলি কে গো আপনি, কি অভিপ্রায়ে আসা হয়েছে।

ভাট। শুন্‌লেম আপনার একটী পুত্র আছে, তিনি বিবাহের যোগ্য হয়েছেন, এবং বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে এক প্রকার পারদর্শী হয়েছেন, তা এক্ষণে একটী পাত্রী অন্বেষণ করে বিবাহ কার্য্যটা শেষ কল্লে ভাল হয় না?

সওদা। না মহাশয়,সওদাগরের ছেলে আগে সওদাগরী চাই,

তার পরে তখন দেখে শুনে বে থা দেওয়া যাবে, এত ব্যস্ত হলে কি হবে।

[ভাটের প্রস্থান।

(কুমারের প্রবেশ।)

কুমার। প্রণাম হই।

সওদা। এসো বাপু এসো। বাছা, আমি এখন বাণিজ্য-কার্য্যে অক্ষম হয়েছি, সেই জন্যে তোমাকে এখানে আস্‌তে বলেছিলাম, ভাণ্ডারে প্রায় অনেকগুলি দ্রব্য অনাটন হয়েছে, আর সওদাগরের ছেলে হয়ে অনর্থক কালযাপন করা তাও ভাল দেখায় না, তাই বলি কিছু দিনের জন্য বিনিময় দ্রব্য সামগ্রী লয়ে বাণিজ্যে যাত্রা কর।

(সওদাগর-পত্নীর প্রবেশ।)

সওদা-স্ত্রী। বলি আপনি কি বল্‌ছিলেন, আপনার কেমন ব্যবহার, স্ত্রী হত্যার বুঝি ভয় নাই, যার যত ধন তার তত আকাঙ্ক্ষা, বৃদ্ধ হলে বুঝি বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়। ভাণ্ডারে যে ধন আছে তাই ভোগযাত করুক, ক্ষমা দেও, ঐশ্বর্য্যে কি কায, অন্ধের যষ্টি, দরিদ্রের ধন, চক্ষের অঞ্জন, কুমার লইয়া ভিক্ষা করিয়া খাব, তবু পুত্রকে চক্ষের বাহির করব না, এই বুঝি মনে মনে মন্ত্রণা

করেছ, তা কখন হবে না, এমন তুচ্ছ ধনে কায নাই, চক্ষের বাহির করিব না, তাকে বিদেশে পাঠাব বল্‌তে লজ্জা হয়না? পুত্রের বিবাহ হলো না, আগে ধন রত্ন এনে দিক, তা হলে মাছের তেলে মাছ ভাজেন।

এই যুক্তি মনে বুঝি করিয়াছ স্থির।
বাহির করিতে মোর নয়নের নীর॥
ত্যজহ সহস্র কায ভাল যদি চাও।
কুমারের বিভা হেতু ঘটক পাঠাও॥

কুমার। মাত! দাসকে মার্জ্জনা করুন, বিবাহেতে এক্ষণে প্রয়োজন নাই, পিতার আজ্ঞায় রাম বনগামী হয়েছিলেন, অতএব আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি বাণিজ্যে গমন করি।

সওদা। প্রিয়ে! তুমি বোঝ না, উপযুক্ত পুত্র ঘরে বসে থাক্‌বে, কর্ম্ম কায শিখবে না শেষে কি হবে, বসে খেলে কুবের ধন ফুরয়, অতএব মিথ্যা বকিওনা, যাও গৃহে যাও শুভকর্ম্মে অমঙ্গল করো না।

[সাধুপত্নীর বিরক্তভাবে প্রস্থান।

সওদা। বাছা কুমার! অদ্যকার দিন শুভদিন, সেজন্য তোমার অদ্য হইতে আর অন্তঃপুরে গমন করা হবে না, তুমি এই বাটিতে অবস্থান কর, আমি বিনিময়ের দ্রব্য সামগ্রী

সংযোগ করি, তরী সকল সুসজ্জীভূত করে বাণিজ্যে গমন কর।

[সওদাগরের প্রস্থান।

কুমার। (স্বগত) পিতার আজ্ঞায় বাণিজ্যে গমন কর্ত্তে হবে, না জানি কত দিনই হবে বলা যায় না, একবার স্বদেশীয় বন্ধু বান্ধব সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি।

মেদিনীপুর—কতকগুলি সভ্যগণের একত্র উপবেসন।

(কুমারের প্রবেশ।)

কুমার। প্রিয়সখাগণ! এক্ষণে আমায় পিতৃ আজ্ঞায় বাণিজ্যে গমন কর্ত্তে হবে, সকলে সানুকূলচিত্তে আমাকে বিদায় দাও।

সভ্যগ। বন্ধু! তুমি বাণিজ্যে গমন করবে, এ কথা শুনে বড়ই দুঃখিত হলেম, আর অধিক কি বল্‌ব, ঈশ্বর ইচ্ছায় অবিলম্বে প্রত্যাগমন কর।

[কুমারের প্রস্থান।

মেদিনীপুর—শ্রীনাথ দত্তের বাটীর অন্তঃপুর।

কামিনীর বাসস্থান—দাসী বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান।

(পক্ষী হস্তে ব্যাধের প্রবেশ।)

দাসী। (ব্যাধের হস্তে পক্ষ দৃষ্টে) এ পাখিটী কি তোমার বিক্রয় করবে, ইহার মুল্য কি।

ব্যাধ। পক্ষটী অতি চমৎকার, ইহার মূল্য একশত মোহর পেলে বিক্রয় করিতে পারি।

দাসী। (হাস্যবদনে) তার জন্যে কিছু আটকাবে না, তুমি আমাকে পাখিটী দাও।

(কুমারের প্রবেশ।

কুমার। (ব্যাধকে পক্ষ হস্তে অবলোকন করিয়া) পাখিটী বিক্রয় কর্ত্তে এসেছ, মূল্য কি লবে।

ব্যাধ। (হাস্যবদনে) এই পাখিটী শত স্বর্ণ মুদ্রায় আমি একে বিক্রয় করেছি। আর কেমন করে দিতে পারি।

কুমার। আচ্ছা, আমি তোমাকে যদি দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা দিই, আমাকে পাখিটী দিতে পার কি না ?

কুমারের কথায় বিরক্ত হইয়া দাসীর কামিনীর নিকট গমন।

দাসী। ঠাকুরাণি! একজন ব্যাধ একটী হীরামন পাখী নিয়ে এসেছে, তা আমি একশত স্বর্ণমুদ্রায় স্থির করেছিলাম। এমতকালে একজন পথিক আসিয়া দুইশত স্বর্ণমুদ্রায় ক্রয় করিতেছে।

কামিনী। (ক্রোধভরে সঙ্গিনীর প্রতি) সে যত কহিবে, তার দ্বিগুণ বাড়িবে।

দাসী। ওহে ব্যাধ,পক্ষিটী আমায় দাও আমি নব্বই হাজার টাকা দিতেছি।

সওদা। আমি তোমাকে লক্ষ টাকা দিতেছি পক্ষটী আমায় দাও।

(কামিনী উপর হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে বাটীর বাহিরে আসীনা।)

কামিনী। মহাশয়! আমার পাখীতে প্রয়োজন নাই, আপনি পাখিটী লয়ে যান। কিন্তু যদি আমি তোমাকে পাই, তা হলে সাজা তামাকটা খাবার আর ভাবনা থাকে না। আপনার বুদ্ধিটে খুব সূক্ষ্ম দেখচি, তা না হলে লক্ষ টাকায় পাখী কেন। কথায় বলে "ছুঁছ মার্‌তে কামান পাতা"।

কুমার। (সক্রোধে) তুমি এখন সব বল্‌তে পার, কারণ তোমার এখন তরুণ বয়স, কিন্তু যদি আমি তোমাকে কোনরূপে গ্রহণ কর্ত্তে পারি, তা হলে হাতের সুখটা খুব হয়, কেন না তোমার অঙ্গটী দেখ্‌ছি অতি কোমল, পাদুকা প্রহারে যে কি পর্য্যন্ত তৃপ্তি লাভ হয় তা আর বলা যায় না, উঠতে দশ জুত, বস্‌তে দশ জুত। যেমন "উঠতে ছেলে বস্‌তে পাট"।

[কুমারের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সওদাগরের সদর বাটী।

(কুমারের নিভৃতে অধোবদনে রোদন।)

কুমার। (স্বগত) পিতা বাণিজ্যে গমনে অনুমতি করেছেন, এখন কি করি, কোন উপায় তো দেখি না। যখন মাতা এসে পিতার নিকট বিবাহের জন্য অনুরোধ কল্লেন, তখন যদি মত কর্ত্তেম তা হলেও তো হতো, হা অদৃষ্ট! আমার কি চোরের কান্না হলো, প্রকাশ করবার যো নাই। এর বিহিত না কল্লেও তো নয়, এ রাগ সম্বরণ কর্ত্তে পাচ্চি না, এত বড় স্পর্দ্ধা স্ত্রীলোক হয়ে ———— হয়ে কেন মরি নাই।

(হাটুর প্রবেশ।)

হাটু। কোথায় হে নাতি কোথায়।

কুমার। (বিষণ্নবদনে হাটুর প্রতি)—বসে আছি।

হাটু। বলি এই বসে আছি এ আবার কেমন কথা হলো? অন্য দিন এলে কত হাস্য পরিহাস করে থাক, আজ মুখে হাসি নাই, কথা নাই, কেবল যেন কার কত অপরাধ করেছ তাই ভেবে ম্লানবদনে বসে রয়েছ তার কারণ কি?

কুমার। না সে সব কিছু নয়, মনে মনে একটা ভাবছিলেম।

হাটু। তা ভাব্বার তো কথাই আছে, এমন বয়েসে বে নাই থা নাই, তা আর বল্‌বে কি, আমি বুঝতে পেরেছি।

কুমার। (হাস্যবদনে) তোমার কাছে আর গুপ্ত রাখতে পাল্লেম না। প্রকাশ করেই বল্‌তে হলো। আমি ঐ ও পাড়ায় বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে গিছলাম, পথে আস্‌তে আস্‌তে একটী সুরূপা কামিনী দেখ্‌লাম, সেই অবধি মনটার মধ্যে কেমন এক প্রকার হয়েছে কিছুই ভাল লাগে না।

হাটু। তার জন্যে ভাবনা কি, তার নাম কি বল্‌তে পার? আর বিবাহিতা কি অবিবাহিতা তা কিছু জান?

কুমার। নাম টাম জানি না, সেটী অবিবাহিতা তা ঠিক জানি।

হাটু। (স্বগত) তবে কার কন্যা, এক তো আমাদের সাধু দত্তের একটী কন্যা আছে সেইবা হবে, তা হলেও হতে পারে (প্রকাশ্যে) তুমি যে কন্যার কথা বল্লে সে তো আমাদের সাধুর কন্যা, তার নাম কামিনী।

কুমার। হ্যাঁ মশায় আপনি ঠিক বলেছেন, তার নাম কামিনীই বটে, কেন না ডাক্‌তে যেন শুনেছি।

(সওদাগরের প্রবেশ)।

সওদা। (হাটুর দিকে দৃষ্টি করে) মহাশয়! কতক্ষণ?

হাটু। বড় বিস্তর ক্ষণ নয়, অল্পক্ষণই এসেছি।

সওদা। কি অভিপ্রায়ে আসা হয়েছে?

হাটু। অভিপ্রায় এমন কিছু নয়, বলি আপনার পুত্রটীর একটি বিবাহ দিতে হচ্চে, উনি কোথায় নগর ভ্রমণ কোর্ত্তে গেছ্‌লেন, পথে একটি সুরূপা কন্যা দেখেছেন, সেই অবধি ম্রিয়মানে অধোবদনে রোদন কচ্ছিলেন, আমি এসে দেখ্‌লাম।

সওদা। সেই কন্যাটী কার তা আপনি অবগত আছেন?

হাটু। আমার অজানিত কি আছে? সে কন্যাটি ঐ আমাদের সাধুর কন্যা।

সওদা। তবে খুড়া একবার এ বিষয়ে বিশেষ তত্ব জানুন দেখি?

হাটু। তবে চেষ্টা দেখি।

[হাটুর প্রস্থান।

সাধু দত্তের বাহির বাটী।

হাটুর প্রবেশ।

হাটু। বলি কোথায় সাধু কোথায়?

সাধু। আস্‌তে আজ্ঞা হোক্, বলি যে অনেক দিনের পর আসা হয়েছে, কি মনে করে?

হাটু। একটা বিশেষ দরকারেই এসেছি, তোমার একটি অবিবাহিতা কন্যা আছে না?

সাধু। কন্যার কথা বল্‌লেন যে, তবে কি কোন পাত্র অন্বেষণ করেছেন না কি? তা তো কর্ত্তেই পারেন, বিশেষ আমার প্রতি আপনার চিরকাল অনুগ্রহ আছে আজ কাল যেন যাওয়া আসা নাই।

হাটু। তা তুমি আমাকে বেশ জান। ঐ যে ও পাড়ায় কীর্ত্তিচন্দ্রের একটি ছেলে আছে, সে ছেলেটি বড় মন্দ নয়, ঘরানাও বটে, তা এ সব ঘরের মধ্যে এ সব কায হলেই ভাল, এই জন্যে এসেছি, তা তোমার মত কি?

সাধু। আপনি যখন মনন করে এসেছেন, তখন আর কি আমি অমত কর্ত্তে পারি? বিশেষ আপনি আমাদের মুরুব্বি লোক।

হাটু। তা এ কাযে আর দিরি করা হবে না, ছেলেটী আবার বাণিজ্যে যাবে। আর শুভস্য শীঘ্রং তা শুভ কাযে দেরি কর্ত্তে নাই। কল্য একটা লগ্ন আছে, সেই লগ্নেতেই কাযটা শেষ কর্ত্তে হবে।

সাধু। তা তাই তাই হবে।

[হাটুর প্রস্থান।

শুভলগ্ন শুভক্ষণ হইল যখন।
কুমার লইয়া সাধু মিলিল তখন॥
উভয়ের মাল্য লয়ে উভয়ে যতনে।
বদল করিয়া যায় নিজ নিকেতনে॥

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কামিনীর আলয়।

(কামিনী, হীরা ও সোণা তিন জনের চিন্তা।

কামিনী। (স্বগত) রে বিধি! তোর মনে কি এই ছিল, এখনি সাধুনন্দন আস্‌বে, না জানি কতই প্রহার করবে, রে জীবন! তুমি আর এ দেহে কি জন্য আছ? আমি যখন পণ করে পণ রক্ষা কর্ত্তে পাল্লেম না, তখন মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

সখী। কি হয়েছে, রোদন কর্চ্চেন কেন? (অঞ্চলে চক্ষের জল মুছাইয়া) ছি ছি, রোদন কর্ত্তে আছে। আমরা যতক্ষণ তোমার জীবিত আছি, ততক্ষণ তোমার ভয় কি?

কামিনী। সখি! তোমরা আমাকে কি প্রবোধ দেবে? যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা কোরে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যে আমার পাণিগ্রহণ কল্লেন, তিনি কি সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌বেন এই কি তোমাদের মনে বিশ্বাস হয়?

সখী। সে সত্য, তবে আমরা যে তোমাকে বল্লাম এটি কি অবিশ্বাস কল্লেন? আমাদের নাম সোণামুখী, আমরা

কত কত যোগীকে ভুলাতে পারি, কি একটা সামান্য যুবা পুরুষকে ভুলাতে পারব না? তুমি আর রোদন কোরোনা।

(কুমারের কামিনীর গৃহে প্রবেশ)।

কুমার। (স্বগত) আজ কি আনন্দের দিন? ভগবান দর্পহারী দর্প চূর্ণ করেন। উঃ এ কি কথা! স্ত্রীলোক হয়ে বলে কি না তামাক সাজাব! দেখা যাক্ এইবার কার পণ রক্ষা হয়, (সশব্যস্তে গমন)।

দাসী। আস্তে আজ্ঞা হোক! এই আমরা আপনার অপেক্ষা করে এতখানি রাত পর্য্যন্ত বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আজ প্রথম মিলন, আজকে একটু সকাল সকাল করে আস্তে হয়, রাত কি আর আছে?

কুমার। সখি! কি করি, আমি তো আর নিশ্চিন্ত নাই, কল্য আমাকে বাণিজ্যে গমন কত্তে হবে তাই পিতার নিকট এতক্ষণ সব কথা বার্ত্তা কচ্ছিলাম, সেই জন্যে একটু দেরি হয়ে গেছে।

দাসী। (কুমারে হস্তে মন্ত্রপুত পান অর্পণ করিয়া দণ্ডায়মান) মহাশয় কাল আপনি বাণিজ্যে যাবেন এ আর কেমন কথা হলো?

কুমার। (পান চিবুতে চিবুতে) কি করি পিতার ভাণ্ডারে অনেক গুলি দ্রব্য সামগ্রী অনাটন আছে, এজন্য কল্য বেলা ছয় ঘণ্টার সময় শুভক্ষণে কাশ্মীরাভিমুখে বাণিজ্যে গমন

কর্‌ব, ঈশ্বর ইচ্ছায় আবার অবিলম্বেই গৃহে আস্‌চি কিন্তু এক্ষণে আমার যে প্রতিজ্ঞা আছে তা জান ত?

দাসী। সে কি মহাশয়! প্রতিজ্ঞা আছে বলে কি তার এই সময়? যখন আপনি কামিনীর পাণিগ্রহণ করেছেন তখন তার আর ভাবনা কি? ও তো আর কোথাও যেতে পারবে না?

কুমার। না, সে সব আমি শুন্‌তে চাই না, আমি স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করেছি, সে প্রতিজ্ঞা যদি পালন না করি, তবে আমি মহাপাপে পতিত হব, তাতে তোমরা আমাকে বাধা দিওনা।

দাসী। সে সত্য, কিন্তু একে আপনি এখানে থাক্‌বেন না, সেই এক কত বড় দুঃখের বিষয়, তাতে আবার কামিনী অতি শিশুমতি, পিতৃ-বাটি হইতে আজ এখানে এসেছে আপনার কি শরীরে একটু দয়া হর্চ্চেনা, আর ওকে মেলিই কি ভাল হয়? বেশতো মার্‌বার তো অনেক সময় আছে, আপনি বাণিজ্যে যাচ্চেন, সুভালভালি বাণিজ্য থেকে আসুন, এদিকে কামিনীও একটু গিন্নি বান্নি হোক্ তখন তোমার মনে যত ইচ্ছা হয় তত মেরো, তখন আর আমরা বারণ কত্তে পারব না।

কুমার। আচ্ছা সখি, তোমার বারণে আমি নিবৃত্ত হলেম, কিন্তু আমি এই খাতাখানিতে অদ্য হইতে লিখিয়া রাখিব, আমি যখন ফিরিয়া আসিব, তখন সব হিসাব

করিয়া একুনে যত জুতা হবে, একে একে সব গুণে মারব, তখন কিছু বল্‌তে পারবে না।

দাসী। এই তো কথা, তখন যদি তোমাকে বারণ করি, তবে তুমি ওকে শুধু কেন—

কুমার। (হাস্যবদনে) তবে সখি বল্লে যদি আর একটী কথা বলি, দেখ এখনকার যে কাল আমার মনে বিশ্বাস হয় না, এ কারণ আমি তোমাদের জন্যে একেবারে আহারীয় যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে যাই তোমাদের বাটীর বাহিরে যাইবার আর দরকার নাই, কিন্তু আমি নাচদরজায় চাবি প্রদান করব।

দাসী। মহাশয় এ কথায় আবার আপনাকে কে নিষেধ কর্‌বে? আপনার জিনিস আপনি যেরূপ কর্ত্তে চান তাই করবেন। কথায় বলে "আপনার ছাগল লেজের দিকে কাটে"।

কুমার। কামিনি, এক্ষণে আমি বাণিজ্যে চল্লেম।

কামিনী। মহাশয় দাসীকে যেন মনে থাকে।

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহাশয়, তরী সকল সজ্জী ভুত এবং কর্ণধার তরণীর বন্ধন রজ্জু মোচন করে আপনার অপেক্ষা কর্চ্চে।

[দূত ও কুমারের প্রস্থান।

অজয় নদী।

সপ্ত তরী সজ্জীভূত।

(কুমারের প্রবেশ।)

কুমার। কর্ণধার, এক্ষণে শুভক্ষণ উপস্থিত আর বেস সুবাতাস আছে। দুর্গা দুর্গা বলে কাশ্মীর দেশাভিমুখে তরণী সঞ্চালন কর।

কর্ণ। যে আজ্ঞা।

কুমার। দুর্গা দুর্গা।

কামিনীর অন্তঃপুর।

(নির্জ্জন গৃহে একাকিনী উপবিষ্টা।)

রোদন।

কামিনী। (স্বগত) বিধাতা আমাকে দুঃখের সাগরে ফেল্লেন, জনক জননী হয়ে কালের করে অর্পণ কল্লেন, পতির যে রীত তা মনে হলে বক্ষ বিদীর্ণ হয়, অন্য কুল-কুলবালাগণ নিজ নিজ পতি লয়ে কত কত আহ্লাদ করেন, আমার কপালক্রমে পতি বিদেশগামী হলেন। তা গৃহে থাকলেও তো আমার অদৃষ্টে সুখ হত না দিনে দশবার পাদুকা প্রহার কত্তেন, যেন চোর ধরা

পড়েছি, এই নির্জ্জন স্থান, তাতে আবার বাটীর দ্বার-টিতে চাবি দেওয়া, কার সঙ্গে যে দুট একটা কথা বল্‌ব তারও যো নাই, নারীকুলে জন্মগ্রহণ করে যার পতি, অনুরাগ সহ্য কল্লে না তার জীবন ধারণে কি প্রয়োজন, এক্ষণে আমার এ জীবন ত্যাগ করাই উচিত।

সখী। (কামিনীকে বসাইয়া) কেন এত উচাটন হচ্চ কেন, হেতু কি, বিষাদ, রোদন, অহরহ নেত্রের জল ফেলা এ গুল কি ভাল দেখায়? স্থির হও, ধৈর্য্য ধর, এর উপায় করব, বুদ্ধির বলে কত শত লোকে বড় বড় কায করে, আর এই সামান্য বিষয় এর কি আর উপায় হবে না।

এইরূপ ক্লেশেতে কামিনী কাটে কাল।
হেনকালে উদয় বসন্ত ঋতু কাল॥
সঙ্গীগণ লয়ে সঙ্গে বসন্ত ভূপতি।
রণসজ্জা করে আইল শাসিতে যুবতী॥

কামিনী। সখি! দেখ দেখি, এই তরুণ বয়সে পতি বিদেশ-গামী যার হয়, সেকি সুখে থাকে? যে সময়ের যা, পিপাসা হলে জল কেমন মিষ্ট লাগে, আর অনিচ্ছায় জল কি ভাল লেগে থাকে?

তৃষ্ণায় এখন যদি চাতকিনী ম'ল।
প্রাবৃটে বর্ষিয়া মেঘ কি করিলে বল॥

সখী। তা বটে,কিন্তু ভাই তোমার বড় পিপাসা। ও পিপাসার পুকুর সুদ্ধ না খেলে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না।

কামিনী। তুমি ভাই আর কাটা ঘায়ে লুণ ছিটে দিও না, আমার আর ভাল লাগে না।

সখী। তা লাগবে কেন। উচিত কথায় বন্ধু বিদ্বেষ হয়।

(কামিনীর বিরহ।)

কামিনী। সহচরি! এখন কি করি বল দেখি।

সখী। করবে আর কি, যেখানে ছমাস কেটে গেল, না হয় আর দশ দিন ধৈর্য্য হও।

ধৈর্য্য ধর ক্ষমা দেও স্থির কর মন।
ত্বরায় আসিবে পতি হইবে মিলন॥

কামিনী।—

অধৈর্য্য হয়েছি আমি কর অবধান।
কবে সে আসিবে এবে যায় মম প্রাণ॥
প্রবোধ বাক্যেতে মন প্রবোধ না মানে।
যুক্তি কর যাতে যাই পতি সন্নিধানে॥

দাসী। এর যুক্তিই বা কি করি, একে এই নির্জ্জন পুরী, তাতে আবার ছাবি বন্ধ। যে কোনখানে যাব তার আর যো নাই।

কামিনী। আচ্ছা সখি! দ্বার কি খোলবার কোন উপায় নাই।

দাসী। দ্বার খোলবার উপায় কি আছে, তবে যদি কোন দৈব দ্বারা হয় তবেইতো খোলা যায়।

কামিনী। তবে আমি একবার ভবরাণীকে স্মরণ করি।

(স্বগত)—

নমস্তে মহেশী মহাকাল কান্তে।
নমস্তে মহাদেবী দেবেশ ভ্রান্তে॥
নমস্তে নমস্তে নমো রুদ্র-দারা।
প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদংহি তারা॥

(প্রকাশে)—

সখী গৃহাভ্যন্তরে গমন করবার উপায় ঠাউরেচি, দেখ, দুইখানা বাঁশ দিয়ে একটা সিড়ি কর, ঐ সিড়ি অবলম্বন করে অদ্য নিশিযোগে পতির নিকট গমন কর্‌ব।

সখী। যদি একান্ত পতির নিকট গমন কত্তে চান, তা হলে কামিনীর বেশে তো আর যাওয়া হবেনা, পুরুষের বেশ ধারণ কত্তে হবে, আর অল্পভার বহুমূল্য কতগুলি দ্রব্য লয়ে যেতে হবে, কেননা বাটীর বাহির হওয়া কর্ম্ম বড় সহজ নয়।

কামিনী। সে জন্য তোমাদের কোন চিন্তা নাই,এখন যাবার উপায় কি, সিড়ির দেরি কত? এদিকেতো বেলাও অপরহ্ণ হয়েছে।

সখী। ঐ দেখ সিঁড়ি দুইখান প্রস্তুত।

কামিনী। দুখানা সিড়ি কি হবে?

সখী। একখানাতে উঠ্‌তে হবে আর একখানা প্রাচীরের বহির্ভাগে লাগাইয়া বাটীর বাহির হ'তে হবে।

কামিনী। এইতো সন্ধ্যা উপস্থিত, এসো তবে।

সখী। যে আজ্ঞা।

কামিনী ও দাসীর গৃহত্যাগ।

(নাবিকের প্রবেশ)।

নাবিক। মহাশয় আপনারা কোথায় যাবেন?

সখী। আমরা বাবু কাশ্মীর সহরে যাব।

নাবিক। তবে তোমরা নৌকাতেই যাবে?

সখী। হ্যাঁ আমরা নৌকাতেই যাব, কিন্তু সে নৌকাতে এক শত ডাঁড় থাক্‌বে, আর রাত দিন করে তরণী চালিত কর্ত্তে হবে যত শীঘ্র যেতে পারবে তত বেশী টাকা দেব, আর এ স্বয়ায় একশত টাকা পারিতোষিকও দেব।

নাবিক। আচ্ছা আপনারা তরী আরোহণ করুন যে সু-বাতাস আছে তাতে বোধ হয় অতি সত্বরে মনাভিলাষ পূর্ণ হবে।

(দুই জন সঙ্গিনী ও কামিনীর তরী আরোহণ ও গমনারম্ভ এবং সম্মুখে সপ্তখান তরী দৃশ্য)।

কামিনী। কর্ণধার! সম্মুখে যে সপ্তখান তরী দৃশ্য হচ্চে তরীগুলি কাহার তা তুমি বল্‌তে পার?

কর্ণ। হাঁ ঐ তরীগুলি আমরা যখন ঘাটে নোঙ্গর করে-

ছিলাম, তখন ঐ তরীগুলি সুসজ্জিত হইয়া গমনের অপেক্ষা করিতেছিল, তাইতে শুনেচি ঐ তরীর অধীশ্বর কুমার সওদাগর এবং ঐ তরীর কাণ্ডারীর নাম মদন।

কামিনী। দেখ বাপু কর্ণধার! ঐ তরী যারই হোক্, তুমি একটু শীঘ্র করে গমন কর। তা হলে ঐ তরীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে বেশ যাওয়া যাবে।

(কুমরের অধোভাগে একখানি তরী দৃশ্য করিয়া কর্ণধার প্রতি)—

কুমার। কর্ণধার! দেখেছ কেমন একখানি তরী আস্‌চে, ঐ তরীখানি কার তা কিছু বল্‌তে পার?

কর্ণ। মহাশয়! ঐ তরীখানি আমরা যখন গমন করি, তখন ঘাটে লাগান ছিল, কিন্তু কার তরী তা বল্‌তে পারি না।

কুমার। তবে ঐ তরীর তথ্য জান দেখি, কার তরী কোথায় গমন করবে।

কর্ণ। (কামিনীর তরণীর দিকে) আপনাদের কোথা হতে আগমন হয়েছে? এবং আপনারা কোথায় যাবেন? আর মহাশয়ের নাম কি?

কামিনী। আমার নাম জয়পাল, নিবাস কাশ্মীর দেশ, বিদেশে বাণিজ্য করিয়া থাকি, সম্প্রতি কাশীধামে গমন করব।

কর্ণ। (কুমারের প্রতি) মহাশয়! আমরা যে দেশে গমন করব, উনিও সেইখানে যাবেন, সম্প্রতি কাশীতে অবস্থিতি করবেন।

কুমার। আচ্ছা জিজ্ঞাসা কর দেখি আমি ওঁদের তরণীতে যাবার অভিলাষ করি কি বলেন।

কর্ণ। (কামিনীর প্রতি) ওগো সওদাগর মহাশয় আমাদের কর্তৃ মহাশয় আপনাদের তরণীতে যাইবার অভিলাষ করছেন, এক্ষণে অনুমতি কি হয়।

কামিনী। তাতে হানি কি, উনিও সওদাগর আমিও সওদাগর তাতে আমাদের তরীতে আস্‌বেন আস্‌তে বল

দাসী। ঠাকুরাণি! আপনি কি বল্লেন যদি সওদাগর মহাশয় আমাদের চিন্‌তে পারেন, তা হলে কি হবে।

কামিনী। তা কখনও চিন্‌তে পারবে না তার জন্তে ভেব না এক্ষণে কাপড় চোপড় সব সাবধান করে থাক।

কর্ণ। কত্রী মহাশয়! উহারা আপনাকে যেতে অনুমতি কল্লেন।

কুমার। (স্বগত) তাই তো বিদেশী সওদাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে হলে তার মতন তো কিছু উপহার দেওয়া কর্ত্তব্য, এক্ষণে কিছু অর্থ সামগ্রী লয়ে যাই।

(কুমারের কামিনীর তরণীতে প্রবেশ।)

কুমার। মহাশয় প্রণাম হই।

কামিনী। আস্‌তে আজ্ঞা হোক্ প্রণাম হই।

কুমার। মহাশয়! আপনাদের নিবাস কাশ্মীর রাজ্য শুন্‌লেম, এ জন্যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে এলেম, আর অনুরোধ করি সে দেশের কিরূপ ব্যবহার ও আচার সবিশেষ বর্ণন করুন। যেহেতু আপনারা বিশেষ জ্ঞাত আছেন।

কামিনী। সে দেশের লোকের বড় কুব্যবহার এদেশী সওদাগর গেলে প্রথমতঃ মিত্রভাব জানায় এবং দ্রব্য সামগ্রী সব বেশী দাম বলিয়া লয়, পরে যখন বিনিময়ের দ্রব্য দেয়, তখন কেবল অন্যায় আচরণ, ও যে সকল দ্রব্য যে দরে লয় তাহার অর্দ্ধেক মূল্য দিয়া বিদায় করে, আর আর অনেক বিপদ আছে।

কুমার। হাঁ সব শ্রবণ কল্লেম, কিন্তু আর আর অনেক বিপদ সে কিরূপ।

কামিনী। সে দেশে কতগুলি বারাঙ্গনা আছে তাদের মায়ায় পড়লে আর নিস্তার নাই, তারা এমনি কপটী তাদের কপট-মায়ায় পতিত হলে, অর্থ ঠর্থ কিছুই থাকে না। এমন ধারা অনেক সওদাগরের পুত্রকে দেখা গেছে, এই জন্যেই বলে দিলাম।

কুমার। (স্বগত) হায়! পিতা এমন দেশে আমাকে বাণিজ্য কত্তে পাঠালেন, যে সেখানে সকলেই কপটী, ভাগ্যে এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, তাই তো সব টের পেলেম

যা হোক্ এঁরা অতি ধার্ম্মিক লোক, (প্রকাশ্যে) মহাশয়! আপনাদের কথায় আমি অতিশয় বাধিত হলেম। এক্ষণে যদি আমাকে সমভিব্যাহারী করে লয়ে যান, তা হলে আপনার সঙ্গে সঙ্গী হয়ে গমন করি।

কামিনী। তাতে আর ক্ষতি কি আমারও বাসনা তাই যে তোমার সঙ্গে গমন করি, কিন্তু একটী কথা আছে আমি বিলম্ব কর্ত্তে পারব না, এক দিন বিলম্ব হলে প্রমাদ ঘটবে। অতএব আমি অগ্রে গমন কর্‌ব তোমার সঙ্গে সপ্তখানি তরী কাছে, তোমাদের যেতে অভাবতঃ তিন মাস লাগিবে। অতএব বিলম্ব কর্ত্তে পারব না, মহাশয়ের সঙ্গে কাশ্মীরে সাক্ষাৎ করব।

[কুমারের প্রস্থান।

দাসী। ঠাকরাণী, এইতো পাটনা সহর, এইখানে অবস্থান কল্লে ভাল হয় না?

কামিনী। হাঁ এইখানেই অবস্থান করা যাক্।

দাসী। (কর্ণধারের প্রতি) ওহে বাপু কর্ণধার! এইতো পাটনার মেরুগঞ্জের ঘাট দর্শন হচ্চে, ঐ ঘাটে তরণী অবস্থান কত্তে হবে, এবং ঐ স্থানেই যত সওদাগরেরা সওদাগরী করে থাকে।

কর্ণ। যে আজ্ঞা আপনার! যেখানে বল্‌বেন সেইখানেই তরণী বন্ধন কর্‌ব।

(এই কথা বলিতে বলিতে পাটনার মেরুগঞ্জের ঘাটে কামিনীর তণরী বন্ধন)।

কর্ণ। (কামিনীর প্রতি) মহাশয় এইতো তরণী বন্ধন হলো, এক্ষণে যা অভিরুচি।

কর্ণধারগণের অবস্থান।

(কামিনী এবং দুই সহচরী একটি অট্টালিকা দর্শন করিয়া)

দাসী। (কামিনীর প্রতি) ঠাকুরাণী, এই পুরীটী অতি সুন্দর এবং আমাদের বাসার যোগ্য, অতএব এই বাটীটি ভাড়া করা যাক্ আর বাটীটিও বেশ নদীর ধারে।

কামিনী। তবে এই বাটীর কর্ত্তাকে খবর দাও।

(বাড়ীওয়ালার প্রবেশ)।

বাড়ী। বলি তোমরা কি বল্‌ছিলে?

দাসী। আমরা এই বাড়ীটি ভাড়া করিতে চাই।

বাড়ী। বেশতো, থাকনা, ভাড়া মাসিক ৫০ টাকা লাগবে।

দাসী। তার জন্যে আটকাবেনা।

দাসী। (কামিনীর প্রতি) ঠাকুরাণী এখনতো বাড়ী ভাড়া হলো, চল আমরা বাজারে যাই।

কামিনী। চল তবে যাই চল, কি কি কিন্‌তে হবে।

দাসী। কিন্‌তে আর কি হবে, কতকগুলি স্বর্ণ অলঙ্কার, সাটিন বস্ত্র ও বিবিধ শয্যা আসবাব, স্বর্ণ পালঙ্ক ও তৈজসাদি, আর দুই একটি এ দেশীয় দাস দাসী মাহিনা করে রাখতে হবে।

কামিনী। তবে সব দ্রব্য সামগ্রী অবিলম্বে ক্রয় করিয়া লইয়া আইস।

দাসী। যে আজ্ঞে।

[কামিনীর প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাটনানগর।

কামিনীর লক্ষহীরা নাম ধারণ করিয়া উপবিষ্ট।

দ্বারে এক ঘন্টা দোদ্দুল্যমান।

(দাসীর দ্রব্যাদি লইয়া প্রবেশ)।

দাসী। ঠাকুরাণি! এইতো সমস্ত দ্রব্যাদি সংযোগ করিয়া আনিয়াছি, এক্ষণে কি কত্তে হবে?

কামিনী। দ্রব্য সামগ্রীগুলি যেখানে যা খাটে সেইখানে সব রাখিয়া গৃহ সজ্জা কর, আর নগরে আমার নামের ঘোষণা দাও।

দাসী। যে আজ্ঞা—(নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া)

এসেছে নগরে এক রমণী-রতন।
লক্ষহীরা নাম তার শুন সর্ব্বজন॥

(কামিনী নিজালয়ে উপবিষ্ট।)

ঘোষণা দিয়া দাসীর প্রবেশ।

কামিনী। (দাসীর প্রতি) সখি! আমার কর্ণে যেন কিরূপ কোলাহল শ্রুত হলো বুঝি সওদাগর মহাশয়ের আগমন হয়েছে তত্ত্ব জান দেখি।

দাসী। তবে দেখে আসি।

কামিনী। শীঘ্র।

(কুমারকে দর্শন করিয়া দাসীর প্রবেশ)

দাসী। ঠাকুরাণি! আপনি যা বলেছেন তাই, সওদাগর মহাশয় এখানে এসেছেন।

কামিনী। তবে এক কায কর, গৃহ সকল সজ্জীভূত কর আর নিশিযোগে চতুঃসীমায় বর্ত্তিকা দ্বারা আলোকাকীর্ণ কর, এমনি বাতি দেবে যেন সেই বাতি যত পুড়িতে থাকিবে, ততই সেই বাতি হইতে যেন নানা প্রকার সুগন্ধ নির্গত হতে থাকে আর আতর গোলাব, শাটিন বস্ত্র প্রভৃতি আবৃত করে তার উপরে ছিটাইয়া দেও এবং নানাবিধ সুগন্ধ কুসুম হার আনয়ন করে শয্যাপরি স্তূপাকার করিয়া রাখিয়া দাও এবং আর একটি কায কর, অপর তিনটি দাসী আনয়ন কর, কারণ যদি সাধু-তনয় হটাৎ তোমাদের বাক্যানুসারে চিনিতে পারে তা হলে বিপরীত ঘটিবার সম্ভাবনা।

দাসী। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

পাটনার ঘাট।

সাধু তরণীতে উপবিষ্ট।

(কতকগুলি নগরবাসিনী রমণীর প্রবেশ।)

নগ-র। (সাধুকে দর্শন করিয়া) আহা! প্রিয়সই এমন রূপ তো কখন দেখিনি, যেন স্বয়ং তারকারি স্বীয় বাহন পরিত্যাগ করে,এইখানে বিরাজ কচ্চেন। আহা! কিবা দন্তপাঁতি, কিবা মুখ, কিবা ললাট, কিবা গোঁপ, আহা! কিবা ঠোঁটদুটি যেন পক্ক বিম্বের ন্যায়, যা হোক্ ঢেক২ রূপবান দেখেছি, কিন্তু এমন রূপতো কখন দেখিনি।

দ্বিতী-র। তাই তো সখি! এমন রত্ন কি করে এর মাতা পিতা বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাদের শরীর কি বজ্রে নির্ম্মিত, তা নৈলে এমন ধন নেত্রের অতীত করে?

[রমণীদ্বয়ের প্রস্থান।

(কুমার নগর ভ্রমণ করিতে করিতে পুরী দর্শন করিয়া)

কুমার। (দ্বারীর প্রতি) ওহে দ্বারবান! এ অট্টালিকাটী কার? আর দ্বারে একটী ঘণ্টা ঝুলিতেছে এর হেতু কি?

দ্বারী। মহাশয়! আপনি বুঝি এ দেশের লোক নহেন। তা নৈলে তুমি জিজ্ঞাসা করবে কেন? যাঁকে দেখিবার জন্যে রাজারা অভিলাষী তথাপি তাঁহার দর্শন পান না তাঁকে আপনি অবগত নহেন।

কুমার। হাঁ বাপু আমি এখানকার লোক নহি, আমি অদ্য এখানে আসিয়াছি। কিন্তু কত কত দেশ দেখেছি

এমন ঘণ্টা ঝোলান কাহার দ্বারে দেখিনি, সেই জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেম।

দ্বারী। দ্বারে যে ঘণ্টা ঝুলিতেছে তাহার কারণ আছে এই বাড়ীর কর্ত্তৃঠাকুরাণীর নাম লক্ষহীরা, যিনি উক্ত ঠাকুরাণীব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন তিনি প্রথমত এই ঘণ্টায় আঘাত করিবেন, তৎপরে ঐ শব্দ শ্রবণে অন্তঃপুর হইতে একটী দাসী আসিয়া তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন, যদি তাঁদের অভিলষিত ব্যক্তি হয় তা হলে সমাদর করিয়া লইয়া যাবেন, নচেৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করিবেন, এইরূপে কত কত মহাশয়গণ বিমুখ হইয়াছেন। পরে আমরা তাঁহার মনের কথা অনুমান করি যে, তিনি নিজ পতিকে পাইবার জন্য এরূপ কৌশল করিয়াছেন, তা না হলে ঘণ্টায় ঘা দিবামাত্র দাসী আসিয়া কেন নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবে।

কুমার। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য এমন কখন দেখিনি ও শুনিনি যে স্ত্রীলোক হয়ে আপন পতিকে পাবার আশে এমন বুদ্ধির কৌশল প্রকাশ করে, (প্রকাশে, দ্বারীর প্রতি) দ্বারি! আমি একবার ঘণ্টাধ্বনি করিব।

দ্বারী। মহাশয়! আপনার যদি লজ্জিত হইবার বাসনা থাকে তবে আঘাত করুন।

কুমারের লক্ষহীরার দ্বারে ঘণ্টায় আঘাত।

(দাসীর প্রবেশ)।

দাসী। (দ্বারে আগমনপূর্ব্বক সাধুর মুখ দেখে) মহাশয়ের নাম কি, আর কি জাতি, বিদ্যায় কি রূপ, কত ধন আছে তা বল্‌তে হচ্চে।

কুমার। (হাস্যবদনে) এত পরিচয়ের আবশ্যক কি? অর্থজীবী অর্থ লয়ে কায।

অর্থজীবী হয় যারা কিছু অর্থ পেলে।
যত্ন করে লয়ে যায় অতি কুতূহলে॥
তব ঠাকুরাণী হয় অর্থের কাঙ্গাল।
নাম জিজ্ঞাসিয়া বল কিবা আছে ফল॥

(দাসীর হস্তে লক্ষ মুদ্রা প্রদান)।

দাসী। মহাশয়! সে সামান্য রমণী নয়! স্বধু ধনের আকাঙ্ক্ষা করে না, সবিশেষ না বল্‌লে সেখানে যাবার অনুমতি নাই।

কুমার। এখন তোমার হাতে পড়েচি কাযেই বল্‌তে হলো। তা তোমার কাছে কি আর বল্‌ব, একেবারে তোমার ঠাকুরাণীর কাছে সকল পরিচয় দিব।

দাসী। তা দিলেও হতে পারে, তোমার রূপের তো আর কোন দোষ দেখ্‌ছি না,যেমন রূপ দেখ্‌চি বিদ্যাও তদ্রূপ হতে পারে, কথায় টের পেয়েছি রসিক বট, তবে দেখ যেন আমি তোমার জন্য অধোমুখ না হই, এক্ষণে সমি- ভ্যারী হন।

কুমার। (দাসীর প্রতি) আচ্ছা সহচরি! তুমি যে কন্যার কাছে যাচ্ছ, সে কন্যার রূপ কি প্রকার বল দেখি?

দাসী। সে কন্যার রূপের কথা এক মুখে কি আর বল্‌ব, সে রূপ রমণী চক্ষেও দেখিনি, আর সে কন্যার উপমা নাই বল্লেও হয়, তবে কিছুমাত্র এক রতিদেবী আছেন, আর গুণে স্বয়ং বাণীদেবী বল্লেও বলা যায়, ধৈর্য্যায় মেদিনী তুল্য, হস্ত পদ মৃণাল সদৃশ, নাভিদেশ সরসী প্রায়, আর বক্ষ-স্থল পীনোন্নত উরজে সুশোভিত, মুখশ্রীতে পূর্ণেন্দু লজ্জা পায়, বর্ণ হেমলতা প্রায়, নাসা খগপতি সদৃশ, নয়নদ্বয় নীলোৎপল তুল্য, ভ্রূযুগল ইন্দ্রধনু প্রায়, আর তিনি যখন বাক্য নিস্থত করেন তখন ঠিক যেন সুধা বর্ষণ হয়, সেই সুগন্ধ আঘ্রাণে কত শত অলিগণ মত্ত হয়ে চতুর্দ্দিকে গুণ গুণ স্বরে গান করিতে থাকে, তোমাকে অধিক কি বল্‌ব যদি স্বয়ং ইন্দ্রদেব তাঁকে দৃশ্য করেন তা হলে তিনিও শচীদেবীকে একেবারে বিসর্জ্জন করিয়া তাঁর অধীন হন। সেরূপ কামিনী বুঝি বিধাতা স্বীয় করে নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করেছেন তার আর ভুল নাই।

কুমার। (রূপের কথা শুনে বিমোহিত হয়ে দাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)।

লক্ষহীরার অন্তঃপুর।

(দাসী ও সওদাগরের প্রবেশ)।

লক্ষ। (কুমারকে অবলোকন করিয়া অধোবদন)।

কুমার। (লক্ষহীরার রূপ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ, (স্বগত) এমন রূপ তো কখন দেখিনি, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলো-ত্তমা, এরাই তো কয় জন আছে স্বর্গ বিদ্যাধরী, তাঁদের বা এক জন মায়া করে বসে আছেন, কিম্বা রতিদেবী স্বীয় পতি অনুরাগী হয়ে এখানে এসেছেন, কি চপলা নবঘটার সঙ্গে বিবাদ সূত্রে গমন করেছেন, (এই কথা বলিয়া স্থিরচক্ষে দণ্ডায়মান)।

লক্ষ। (দাসীর প্রতি) সাধুকে আসন প্রদানে অনুমতি।

দাসী। সাধুকে আসন প্রদান।

কুমার। (তৎপরে উপবিষ্ট হইয়া হাস্যবদনে কামিনীর প্রতি) তোমাদের বিচার বড় মন্দ নয়, আপনার কোলে ঝোল মাখ্‌তে বেশ জান, তোমাদের যে পণ তা একে একে বুঝে নিলে, পরে আমার বেলায় পৃথক আসন।

দাসী। মহাশয়! আমাদের তো আর সুধু টাকার পণ নয়। যে পণ পূর হয়েছে, আগে পরিচয় বল তার পর যে মত বিধি হয় তাই হবে, যেমন এদিক কি ওদিক।

কুমার। পরিচয় দি কাকে, তোমাকে পরিচয় দিলে আমার তো আর কিছু ফল হবে না, তবে তোমার ঠাকুরাণী যদি জিজ্ঞাসা করেন তা হলে হানি নাই।

দাসী। (লক্ষহীরার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া)।

লক্ষ। যখন এখানে আসা হয়েছে তখন আমাদের নিয়মিত কার্য্য যা, তা আপনাকে সমাধা কত্তে হবে।

কুমার। তবে কি একান্ত পরিচয় দিতে হবে?

লক্ষ। হাঁ! পরিচয় না দিলে কোন ফল দর্শিবে না।

(কুমারের পরিচয় প্রদান)।

কুমার। (স্বগত) এখন পরিচয় দেবার হানি কি? এখন তো আর দাসী জিজ্ঞাসা করে নাই, (প্রকাশ্যে কামিনীর প্রতি) আমার যে কুল তা কুলাচার্য্য বল্‌তে পারে না, তবে কি করি তোমার অনুরোধে যা জানি তাই বলি। আমার নাম কুমার সওদাগর, জাতিতে গন্ধ বণিক, নিবাস মেদিনীপুর, এক্ষণে বাণিজ্যার্থে গমন করেছি, সঙ্গে সপ্তখানি তরণী আছে, তাতে মণি, মুক্তা প্রবাল ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রীতে পরিপূরিত, আর ধনের বিষয় কি বল্‌ব, তা গুণে সমার কত্তে পারি না, আর রূপের বিষয় দৃশ্য কল্লেই অবগত।

লক্ষ। (নিজ পতির পরিচয় প্রাপ্তে হাস্য করিয়া) তা টের পেয়েছি, করণীয় ঘর বটে।

কুমার। তুমি যে করণীয় ঘর বল্লে? আপনি কি কোন সওদাগর পত্নী? তা হলেও হতে পারে, তবে তুমি এরূপ আচরণ করেছ কেন?

লক্ষ। সে কথা আর কি বল্‌ব, অনেক দুঃখেই এরূপ আচ-

রণ করেছি। আপনি বিবেচনা করুন দেখি, যে স্ত্রীর পতি অনুরাগ সহ্য না করে এবং সতত ভয় প্রদর্শন করে, সে কি আর গৃহে থাক্‌তে পারে? তাকে কাযে কাযেই স্থানান্তরিত হতে হয়।

কুমার। (স্বগত চিন্তা) হা অদৃষ্ট! না জানি আমার কপালেই বা কি ঘটে! যা হোক্, যা করবার তা করেছি, কিন্তু এবার যদি কখন বাড়ীতে যেতে পারি তা হলে আর তো কখনই এরূপ আচরণ কর্‌বনা। এখন বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম যে স্ত্রীলোককে যত্ন করাই আবশ্যক।

দাসী। ঠাকুরাণি! পূর্ব্বদিক ফরসা ফরসা দেখ্‌ছি, বুঝি প্রভাত হলো।

লক্ষ। তবে গামছা টামছা সব লয়ে প্রস্তুত হও আমি গঙ্গা স্নানে গমন করব। (সাধুর প্রতি) মহাশয়! অদ্য বাসায় গমন করুন। এখন দিবা উপস্থিত, শিবপূজা কর্ত্তে হবে, নিশি না হলে তো আর আমার সাবকাশ নাই। তবে অধিনীর প্রতি যদি দয়া থাকে, তা হলে নিশি সময়ে আগমন করবেন।

[কুমারের নিজ তরণীতে প্রস্থান।

কুমার। (স্বগত) লক্ষ টাকা গেল, তবু তো কিছুই ফল হলো না, কিন্তু যে সে মুখের সুধামাখা কথা শুনেছি, তাতেই ঢের হয়েছে। এমন কথা তো কখন শুনিনি। তুচ্ছ

অর্থে কি ফল, ভাগ্যে গেছলাম তা নৈলে তো আর এটীও ঘটত না। ধনের উপর মায়া করা কিছু নয়, ফের আবার আজ যাব, তাতে ভয় কি? এখনওতো কত টাকা রয়েছে, তুলাক আর এক লাক, গেলেই কি আর থাকলেই কি। (প্রকাশে ভৃত্যের প্রতি) ওরে ভৃত্য আমার স্নানের আয়োজন কর।

ভৃত্য। আজ্ঞা সব প্রস্তুত গা তুলে আসুন।

(সাধুর স্নান আহার ইত্যাদি)

লক্ষহীরার বাটী।

(সিংহাসনে উপবিষ্টা।)

লক্ষ। (দাসীর প্রতি) দেখ সহচরি! আজ সাধু মহাশয় অবশ্যই আস্‌বেন, তার আর ভুল নাই। তুমি এক কায কর, গত কল্যের মত সব গৃহাদি সুসজ্জিত কর, যেন কোন রূপে ক্রটি না হয়।

দাসী। যে আজ্ঞা এই সব কর্চ্চি।

(কুমারের প্রবেশ।)

কুমার। (ঘণ্টায় আঘাত)

দাসী। (প্রস্থান এবং কুমারের হস্ত ধারণ করিয়া) আস্‌তে আজ্ঞা হোক্, তবে সব মঙ্গল তো।

কুমার। অমঙ্গল কিছুই নয়, মঙ্গল সব তবে তোমার ঠাকুরাণীর বিষয়ই যা অমঙ্গল।

দাসী। তবু ভাল, অনাথিনী চিরদুঃখিনী ঠাকুরাণী, তাঁর প্রতি যে এরূপ ভাব প্রদর্শন কল্লেন তা শুনেও তুষ্ট হলেম।

লক্ষ। (উভয়কে দর্শন করিয়া দাসীকে ইঙ্গিতপূর্ব্বক নিজ আসনে বসিবার অনুমতি।)

(কুমারের উপবেসন)।

দাসী। (উভয়ের অঙ্গে নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য বিলেপন করাইয়া উভয়ের মাল্য উভয়কে বিনিময় করিয়া দিলেন। পরে আহারান্তে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সংমিলন-পূর্ব্বক সুমধুরস্বরে গান করিতে লাগিলেন)। এ দিকে যামিনী অবসান হইয়া উঠিল।

এইরূপে নিত্য নিত্য যায় সাধুসুত।
লক্ষ টাকা নিত্য দেন নহে দুঃখযুত॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে যত অর্থ ছিল।
সব ফুরাইয়া গেল কিছু না রহিল॥
পরে সদাগরী দ্রব্য আছিল যতেক।
বিক্রয় করিয়া গেল দিবস কতেক॥
উপায় না দেখি আর কর্ণধারে কয়।
আমার বাণিজ্য করা এইখানেই শ্রেয়॥

নিজ দেশে সকলেতে করহ প্রয়াণ।
আমি থাকি এইস্থানে করি অবস্থান ॥
এতেক শুনিয়া তবে যত কর্ণধার।
নিজ নিজ দেশে সবে হয় অগ্রসার ॥
পরে যেই সপ্তখানি তরণী আছিল।
বিক্রয় করিয়া সাধু.ত্ব এক দিন গেল ॥

কুমার। (স্বগত) হায়! কি কল্লেম, লোক সওদাগরী কর্ত্তে এসে লাভ কর্‌ব বলে, তা আমি মূলধন পর্য্যন্ত হারালেম, এখন কি করি, কোথায় বা যাই, সন্ধ্যাও আগত প্রায়, দেখিদেখি যাকে সর্ব্বস্ব দিলেম, সে কি আর একটু বিবেচনা করবেনা, একবার গিয়েই দেখি না।

(কুমারের লক্ষহীরার আলয়ে প্রবেশ।)

কুমার। (ঘণ্টায় আঘাৎ)

দাসী। (দ্বারে গমন ও হস্ত প্রসারণ)।

কুমার। আজ টাকা পেলে না, টাকার জন্ম দেশে লোক পাঠিয়েচি, বোধ হয় এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আস্‌তে পারে।

দাসী। ও সব কথায় আমি কিছু বল্‌তে পারি না, তবে যদি ঠাকুরাণী অনুগ্রহ করে। তা হলেই তো——(উভয়ের গমন।)

দাসী। (কামিনীর প্রতি) ইনি আজ টাকা টাকা কিছুই দেন নাই।

কামিনী। টাকা না দিলে তো চল্‌বেনা, টাকা চাই, তবে যদি ওর নিকটে না থাকে তবে আমার নিকট খত করে যত টাকা দরকার হয়, লতে বল। কিন্তু টাকা চাই।

দাসী। (কুমারের প্রতি) মহাশয় টাকা দিতে হবে। তবে তোমার হাতে যদি না থাকে, তবে আমার ঠাকুরাণীর নিকট খত করে টাকা ধার লও তা দিবেন, কিন্তু পণের টাকা বাকী টাকি থাকবে না।

কুমার।——

শুনিয়া দাসীর কথা বলয়ে বচন।
কাগজ আনিয়া দেহ করিব লিখন॥
এতেক শুনিয়া দাসী কাগজ আনিল।
দশ লক্ষ টাকা লয়ে তাহাতে লিখিল॥
সেই টাকা লয়ে সাধু দিনেক দশদিন।
গমন করিতে অর্থ হইল বিহীন॥
অর্থ ফুরাইয়া গেল কি করে উপায়।
সন্ধ্যা আগমনে সাধু গেলেন তথায়॥
সাধু বলে এখন ত আইল না তঙ্কা।
কল্য প্রাতে দিব ধন না করিহ শঙ্কা॥
সহচরী এই কথা শুনিয়ে তখন।
কামিনীর প্রতি সব করিল জ্ঞাপন॥

সাধু দণ্ডায়মান।

(কামিনী ও সোণার বিরলে যুক্তি)।

লক্ষ। (হাস্যবদনে দাসীর প্রতি) এখন তো ফাঁদে পড়েছেন আর কোথা যাবে। তবে আমাদের যে প্রতিজ্ঞা তা তো পালন করবার এই তো সময়।

দাসী। তা আর বল্‌তে, এখন যা করবে তাই হবে। নাক ফোঁড়া বলদ হয়েছে যে দিকে টান দিবে সেইদিকেই আস্‌তে হবে। কারণ উনি যে আর দেশে গমন করবে তার যো নাই, টাকাও শোধ কত্তে পারবে না।

দাসী। (কুমারের প্রতি) মহাশয়! আমাদের কর্জ্জ টাকা আপনাকে দিতে হচ্চে। আপনি ভদ্রলোক অধিক কি বলব।

কুমার। (স্বগত) হা অদৃষ্ট! আমার কপালে এই ছিল,যাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ কল্লেম, তিনি কি না দাসী দ্বারা অপমান কচ্চেন। উপায় কি করি, যদি দেশে যাই লোকে কুলাঙ্গার বল্‌বে। তবে এখন কোথায় যাই।

এইরূপ সাধুসুত ভাবিয়া অপার।
কাশীতে যাইব যুক্তি করিলেন সার,।
অন্নপূর্ণা দেবি আছে গেলে তাঁর ঠাঁই।
অন্ন কষ্ট দূরে যাবে ঘুচিবে বালাই॥

[সাধুর কাশী অভিমুখে প্রস্থান।

লক্ষ। প্রিয়সখি! এখন কি করি বল দেখি, টাকার জন্যে পেড়াপিড়ি কল্লে তো আর এখানে সাধু আস্‌বেননা এবং দেশেও যাবেননা, মনের দুঃখে যদি বিবাগী হয়ে যান, তবে তখন আমার গতি কি হবে?

দাসী। তোমার সুখটুকুও আছে আবার রাগটীও আছে। এতে আর আমি কি করব। তবে যদি তোমার মনে এ রকম ভাব তা হলে আর অত কথা বল্‌তে হয় না। আমি ডেকে আনিগে।

লক্ষ। না গো না শোন আমার কথা শোন। বলি আমরা যে পণ করেছি তা প্রতিপালন কর্ত্তে হবে না। তাই বলি একটা সৎযুক্তি কর দেখি।

দাসী। দেখিগে এতক্ষণ আছে কি না, কোথায় গেল তার ঠিকানা নাই।

লক্ষ। আচ্ছা না হয় রক্ষককে অন্বেষণে প্রেরণ কর।

দাসী। (রক্ষকের প্রতি আদেশ)।

[দ্বারবানের প্রস্থান।

এখানে কুমার মনে ভাবিতে ভাবিতে।
ত্বরিত গমনে তিনি এলেন কাশীতে॥
অন্নপূর্ণা পদে আসি নোয়াইল শির।
দেখিয়া অপূর্ব্ব পুরী মনেতে অস্থির॥
অন্নপূর্ণায় বিধিমতে করয়ে স্তবন।
নয়ন মুদ্রিত ক'রে মৃত্যুর লক্ষণ॥

লক্ষহীরার বাটী।

দাসী ও লক্ষহীরা উপবিষ্ট।

(রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষক। ঠাকুরাণি! সমস্ত পাটনা সহর অন্বেষণ কল্লেম, তথাপি সাক্ষাৎ লাভ কত্তে পাল্লেম না, তিনি স্থানান্তরে গমন করেছেন, তার আর সন্দেহ নাই। আর এমন আভাষও শুন্‌লেম যে কতকগুলি কাশীযাত্রীর সহিত মিলিত হইয়া কল্য রাত্রেই গমন করেছেন।

লক্ষ। প্রিয়সখি! যদি সাধুনন্দন কাশীধামে গমন কল্লেন তবে আর আমরা এখানে থেকে কি কর্‌ব বল, আমরাও অবিলম্বে কাশীতে গমন করি।

দাসী। ঠাকুরাণি! যদ্যপি কাশীতেই যেতে হয়, তা হলে তো আর এ বেশে যাওয়া হবে না কি জানি যদিস্মাৎ সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তাতে যদি চিন্‌তেই পারে তা হলে বিপরীত ঘটবার সম্ভাবনা। তাই বলি এক্ষণে ভৈরবীবেশ ধারণ করা যাক। ঐ বেশ ধারণ করে কাশীধামে উত্তীর্ণ হলে মণিকর্ণিকাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হবে তার আর সন্দেহ নাই।

লক্ষ। তবে ভৈরবীবেশ ধারণ করাও।

দাসী। যে আজ্ঞে (দাসী কর্ত্তৃক ভৈরবীবেশ ধারণ)।

ভৈরবী ভূষণ সোণা আনিয়া তখন।
কামিনীরে সাজাইল করিয়া যতন॥
নিন্দি কাল-ভুজঙ্গিনী যে বেণী আছিল।
আলুয়িয়া আটা দিয়া জটা বানাইল॥
যে অঙ্গে করিত সদা অগুরু লেপন।
সেই অঙ্গে মাখাইল বিভূতি ভূষণ॥
গলে হইতে খসাইয়া মণিময় হার।
রুদ্রাক্ষের মালা দিল অতি চমৎকার॥
সব্যহস্তে সেই দাসী ত্রিশূল যোগায়।
দক্ষিণ হস্তেতে জপ্যমালা দিল তায়॥
এইরূপে কামিনীরে যত্নে সাজাইল।
তার পরে ভৈরবী বেশ আপনি করিল॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া ধনী কহেন বচন।
যত ধন আছে মোর করহ গোপন॥
এক বৃক্ষতলে ধন পুঁতিয়া রাখিল।
বহুমূল্য দুই মণি সঙ্গেতে লইল॥
অবিলম্বে বারাণশী করিল গমন।
প্রথমেতে অন্নপূর্ণায় করয়ে দর্শন॥

(বিশ্বেশ্বর সন্নিধানে ভৈরবীর স্তব করণ)

জয় শিব শঙ্কর, হে কাশীশ্বর, জাহ্নবীধর, ভৈরবং।
জয় শূলধারক, মুক্তিদায়ক, গালবাদক, হে ভবং॥

জয় ভস্মভূষণ, রক্তলোচন, পঞ্চানন, ত্র্যম্বকং।
জয় উগ্রঈশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, ডম্বুরকরধারকং ॥
জয় হস্তত্রিপুর, শম্ভু অক্রূর, ত্রিপুরাসুরঘাতনং।
জয় পার্ব্বতীপতি, ত্রিপুরাগতি, শ্বেতমূরতি, শোভনং ॥
জয় ত্রিপুরান্তক, বিষভক্ষক, দেবরক্ষক, অঘোরং ॥
জয় শ্মশানালয়, দেহি অভয়, হে দয়াময় প্রবরং ॥
জয় নাগভূষণ, বৃষবাহন, ত্রাণকারণ, মহেশং।
জয় ত্রিলোচন, কালশাসন, কামনাশন, দিনেশং ॥
জয় বিশ্বপালক, বিশ্বনাশক, বিশ্বভারক, তারকং।
জয় করুণাময়, দাসে সদয়, হে মৃত্যুঞ্জয়, রক্ষকং ॥

কামিনী। (দাসীর প্রতি) এই তো এখন বিশ্বনাথের দর্শন হলো, তবে মণিকর্ণিকার ঘাটে গিয়ে অবগাহন করে যোগাসনে সাধনা কল্লে ভাল হয় না?

দাসী। যে আজ্ঞা তবে চলুন।

মণিকর্ণিকার ঘাট।

(কামিনী ও দাসীর প্রবেশ।)

কামিনী। (অবগাহনান্তর যোগাসনে উপবিষ্টা)।

দাসী। (যোড়হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান)।

(কতকগুলি কাশীবাসীর প্রবেশ।)

কাশী-বা। ঠাকুরাণি! আপনাদের কোথা হতে আগমন হয়েছে?

দাসী। তীর্থ পর্য্যটনে আমরা বৃন্দাবনে গমন করেছিলাম, তৎপরে বদরিকা আশ্রমে ছিলাম, এক্ষণে এই সম্প্রতি এখানে আগমন হয়েছে।

কাশী-বা। যা হোক ঢেক ঢেক ভৈরবী দেখেছি, কিন্তু এমন তেজস্বিনী ভৈরবী কখন দৃষ্টি করি নাই।

[সকলের ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম ও প্রস্থান।

(কুমারের প্রবেশ।)

কুমার। (ভৈরবীকে দেখিয়া সজলনয়নে গললগ্নীকৃত হয়ে)—

মম প্রতি একবার হের সুনয়নে।
পড়েছি বিষম দায়ে তরিব কেমনে॥
এইরূপে দুই দিন ক্রমেতে থাকিল।
তিন দিবসের দিনে কামিনী জানিল॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি এমন সময়।
অকস্মাৎ ভৈরবীর ধ্যান ভঙ্গ হয়॥

দাসী। (গললগ্নী হইয়া ভূমিষ্ট)।

ভৈরবী। (গঙ্গার প্রণাম ছলে পতিকে প্রণাম করে) কে আপনি, কোথায় নিবাস, কি জন্যে এ নিশীথ সময়।

কুমার। আপনি সকলি তো বিদিত আছেন।

ভৈরবী। (ক্ষণেক বিলম্বে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) তুমি কোন সওদাগরের ছেলে হতে পার, সওদাগরী কর্ত্তে এসেছ।

এক্ষণে কোন অপকর্ম্মবশতঃ সমস্ত অর্থ নষ্ট করিয়াছ, তা এক কায কর, মহামায়ার প্রসাদ ভক্ষণ করগে, তা হলে সকল পাপ হতে নিষ্কৃতি পাবে।

কুমার। আমি প্রায় এখানে এক মাস আসিয়াছি, প্রত্যহই প্রসাদ ভোজন করিয়া আসিতেছি।

ভৈরবী। (নয়ন মুদ্রিত করিয়া) হাঁ মহাশয়! আপনার অপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে এক্ষণে তোমার যা মানস হয় বরগ্রহণ কর।

কুমার। যদি অধীনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কল্লেন, তবে আর অন্য বরে প্রয়োজন নাই, আমার যে মূল ধন ক্ষয় হইয়াছে, তাই আপনার নিকট প্রার্থিত।

ভৈরবী। (তথাস্তু) তোমার মনোরথ সিদ্ধ হউক, কিন্তু একটি কায কত্তে হবে, একটুখানি কষ্ট স্বীকার কত্তে হবে, কাশীর পূর্ব্বাংশে অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যে একটি বট বৃক্ষ আছে, সে বৃক্ষটি নদীর ধারে ও তাহার মূল স্থলে সিন্দূরের চিহ্ন আছে, ঘোর যামিমী সময়ে তুমি একাকী গমন করিয়া পঞ্চদশ হস্ত নিম্নে খনন করিবে তা হলে তোমার মনোবাঞ্ছিত সিদ্ধ হবে, কিন্তু ধন লব্ধ হলে আর এ কাশীধামে থেকোনা, সেই অর্থ অবলম্বন করে বাণিজ্য কার্য্যে রত থাকিবে, তা হলে লভ্য দ্বারা বিপুল অর্থ সঞ্চয় হবে, আর যদি আমার বাক্য লঙ্ঘনকর, তা হলে অর্থও পাবেনা, আর ঘোর বিপদে পতিত হবে।

পাইয়া ধনের বার্ত্তা কুমার তখন।
প্রণাম করিয়া তিনি করিল গমন॥
নিয়মিত স্থানে আসি করিল খনন।
পাইল বিপুল অর্থকে করে গণন॥

কামিনী। (সহচরীর প্রতি) এক্ষণে তো আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো, আর এখন রজনীও আছে, চল কাশ্মীরাভিমুখে গমন করি।

দাসী। তবে এ বেশ পরিত্যাগ করুন, আর আমাদের তরণী তো ঘাটেই লাগান আছে, গিয়ে চড়ে বস্‌লেই হলো।

কামিনী। তবে চল।

[কামিনী ও তৎসঙ্গীগণের কাশী হইতে প্রস্থান।

এখানেতে সাধুসুত লয়ে নানা ধন।
বাণিজ্য সামগ্রী যত কিনিল তখন॥
পূর্ব্বমত সপ্ত তরী সজ্জীভূত করে।
করেন গমন তিনি কাশ্মীর সহরে॥

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

কাশ্মীর সহর।

কামিনীর প্রবেশ।

কামিনী। এইত কাশ্মীর সহর, সম্মুখে একটি বাটীও দেখ যাচ্চে, তবে ঐ স্থানে অবস্থান কল্লে ভাল হয়না?

দাসী। ঠাকুরাণি! আমিও তাই বল্‌ব বল্‌ব কচ্ছিলেম।

(নগরবাসীর প্রবেশ)।

দাসী। (নগরবাসীর প্রতি) এই বাটী কার তা জান?

ন, বাসী। কেন আপনারা কি বিদেশী, বাড়ী কি ভাড়া লবেন?

দাসী। হাঁ, ভাড়া লব।

ন, বাসী। তা থাক, মাসীক ৫০ টাকা দিতে হবে।

দাসী। তার জন্যে আটকাবে না।

[নগরবাসীর প্রস্থান।

দাসী। ঠাকুরাণি তবে আসুন এই বাটীর ভিতর যাওয়া যাক্।

কামিনী। তবে চল, কিন্তু খুব সাবধান! যেন সাধু টের না পায়।

দাসী। আর টের পাবে! বিলক্ষণ টের পেয়েছে, যা টের পেয়েছে তাই সামলাক্।

কাশ্মীর নগর।

(কুমারের প্রবেশ।)

কুমার। (কর্ণধার প্রতি) কর্ণধার! সম্মুখে যে সহরটি দেখা যাচ্চে ওটি কোন সহর?

কর্ণধার। আপনি কি জানেন না? ঐটিই কাশ্মীর সহর।

কুমার। তবে ঐ ঘাটেই তরণী বন্ধন কত্তে হবে।

(এই কথা বলিতে বলিতে ঘাটে তরণী উপস্থিত)

কর্ণ। মহাশয়! এই কাশ্মীরের সওদাগরী ঘাট, তরণী বন্ধন করি।

কুমার। শীঘ্র।

কর্ণধার। (তরণী বন্ধন করিয়া কুমারের প্রতি) এইতো তরণী বন্ধন হলো, এক্ষণে অনুমতি?

কুমার। তোমরা এইখানেই অবস্থান কর, আমি একটা বাটী ভাড়ার চেষ্টা দেখি।

(সাধুর নগরে গমন ও বাটী ভাড়া করিয়া প্রবেশ)।

কুমার। কর্ণধার! সম্মুখে ঐ যে বাটীটি দেখা যাচ্চে ঐখানে আমার তরণীতে যে সকল দ্রব্যাদি আছে সব উত্তোলন কর।

কর্ণধার। যে আজ্ঞা।

কাশ্মীর দেশ—কামিনীর বাটী।

(সখীর নিকটে কামিনীর যুক্তি)।

কামিনী। সহচরি! কুমার তো এখানে এসেছেন, তার আর সন্দেহ নাই, এক্ষণে কি উপায় করবে বল দেখি?

দাসী। তার জন্যে চিন্তা কি? সাধুকে এখনি আন্‌বে, এমন একটী উপায় ঠাউরেচি যে, সে আপনা আপনি আস্‌তে পথ পাবে না।

কামিনী। সে কি উপায় ঠাওরেচ বল দেখি।

দাসী। আপনাকে এই দেশের কামিনীর বেশ ভূষা পরিধান কর্ত্তেহবে, আর যে সোণামুখী দাসী আছে তাকে কুমা-রের নিকট প্রেরণ কত্তে হবে। উক্ত সহচরী তাঁর নিকট গমন করে কোন বাণিজ্য দ্রব্য লইবার অভিলাষ করুক, এবং সেই ছলে আপনার রূপের বহুবিধ প্রশংসা করতে থাক্‌বে। তা হলে তিনি সেই রূপ অবলোকন করবার লালসা হবেন, সেই ছলেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

কামিনী। সে কথা বড় মন্দ নয়, তার পর কি হবে।

দাসী। তার পর তুমি এমন একটী দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তাহাতে যেন অতি ত্বরায় তিনি অর্থ টর্থ বিহীন হয়ে পড়েন।

কামিনী। তার পর কিরূপে তামাক সাজাব?

দাসী। তিনি এইরূপে নিত্য নিত্য যাতায়াত করতে থাক্‌বে

আমি একদিন তোমার স্বামীর বেশ ধারণ করে হঠাৎ সাক্ষাৎ করব সেই স্থলে তামাক সাজান কি, যা মনে করব তাই করব।

কামিনী। তবে তার বিহিত কর।

দাসী। কোথায় সোণামুখী কোথায়।

সোণা। কেন দিদি।

দাসী। দেখ ভগ্নি! আমরা কামিনীকুলে জন্মগ্রহণ করেচি, যত চতুরতা প্রকাশ কত্তে পারি ততই ভাল। এক্ষণে এক কায কর, এই লও লক্ষ টাকা লও। আর এই অঙ্গুরীটীও লও। শীঘ্র গমন কর, যেখানে সাধুনন্দন সদাগরী কচ্চেন, সেইখানে গিয়ে তাঁর হস্তে এই অঙ্গুরীটী প্রদান করবে, পরে বল্‌বে, যে এরূপ অঙ্গুরী যদি আপনার নিকট থাকে, তবে দিন, নচেৎ প্রয়োজন নাই। কারণ ঠাকুরাণীর যেরূপ অঙ্গ সৌষ্ঠব, তাতে সেরূপ উৎকৃষ্ট অঙ্গুরী ব্যতীত চলবেনা, তার সাক্ষী দেখ, আমার এই শ্রী তাতে তিনি আমার ঠাকুরাণী, সেই স্থলে ঠাকুরাণীর বিশেষ রূপের বর্ণনা করবে।

[সোণার অঙ্গুরী গ্রহণ ও প্রস্থান।

সাধুর বাটী।

(সোণার প্রবেশ।)

সোণা। কোথায় গো সওদাগর মশাই!

কুমার। কে তুমি? কি দ্রব্যের প্রয়োজনে আগমন হয়েছে

(সোণার সাধুকে অঙ্গুরী প্রদান।

সোণা। এই অঙ্গুরীটী আমার নমুনা, তোমার কাছে এ কত্তে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অঙ্গুরী আছে কি না?

কুমার। এই অঙ্গুরী, এর কত্তে অনেক ভাল অঙ্গুরী আছে।

সোণা। তা অমন ব্যবসাদারে বলে থাকে, কিন্তু আমার ঠাকুরাণীর যে রূপ, তাতে ওর ন্যূন হলে চল্‌বে না, আর আমি দাসী আমি ওর কি চিনি, তবে আপনি এই লক্ষটী টাকা রাখুন, কিন্তু এক দিনের জন্য জাঁকড় রহিল।

কুমার। আমি বলি আপনার প্রয়োজন, তা নয়, আপনার আবার ঠাকুরাণী আছেন? আপনার যে শ্রী তাতে আপনি যাঁর পরিচারিণী না জানি সে কন্যার রূপ কিরূপ। যদি অনুগ্রহ করে একবার প্রকাশ করেন, তা হলে চরিতার্থ হই।

সোণা। সে রূপের কথা কি আর বল্‌ব, যদি ভগবান হাজার হাজার মুখ প্রদান কত্তেন, তা হলে সে রূপের বর্ণনা করে প্রকাশ কত্তেম। তা আর এক মুখে কি বল্‌ব, যত বলে উঠতে পারি তাই বলি।

যে জন না দেখে তার মুখ-সুধাকরে।
সেই তো প্রশংসা করে শরদ চাঁদেরে॥

নয়নের কিবা শোভা করিব বর্ণনা।
দেখে মৃগ বনে গেল ফিরে তো এলো না॥
ভ্রুর ভঙ্গিমা তার অকথ্য কথন।
ধনুকেতে গুণ যেন দিয়াছে মদন॥
দশনের তুল্য নহে মুকুতার পাঁতি।
কেশের কি কব কথা ঝুলে পড়ে ক্ষিতি॥
রূপের কি কব কথা যেন কাঁচা সোণা।
উরজে করেছে শোভা কামের কামনা॥

কুমার। সহচরি! আর তোমার রূপের বর্ণনা কত্তে হবে না, তার সাক্ষী তোমার রূপেরই সীমা নাই। তাতে তোমার ঠাকুরাণী। তবে অদ্য অনেক বেলা হয়েছে, গৃহে গমন করুন। কিন্তু কল্য অঙ্গুরী নেওয়া হয় কি না হয়, তাহা বলে যাবেন।

[দাসীর প্রস্থান।

কুমার। (স্বগত) দাসী যে রূপের কথা শুনালে, তা হলেও হতে পারে, দাসীটিও তো কম রূপবতী নয়! সে যা হোক্, আর নয়? বাপ্‌রে, লক্ষহীরার কথা মনে হলে গায়ে জ্বর আসে, আবার ও কায! ভাগ্যে ভৈরবী দয়া প্রকাশ কল্লেন, নচেৎ আমার উপায় কি ছিল! তাতে আবার ধন দেবার সময় বারণ করেছেন, তাঁর কথার কি অমত কত্তে পারি? না, তা কখনই কর্‌ব না। কিন্তু

তাও বলি, সেবার বুঝে চলিনি বলে তাই এত কষ্ট হলো, বুঝে যদি চল্‌তাম তা হলে আর কি! দেখাই যাক্‌না, না হয় অল্প বিস্তর ব্যয় করা যাবে। তাইতো, এত বেলা হলো দাসীটে এখনও এলো না। (এ দিক ও দিক দৃষ্টি, সোণাকে দেখিয়া) ঐ যে আস্‌চে।

(সোণার প্রবেশ)।

সোণা। বলি কি হচ্চে, আপনি এত ভাবচেন কেন?

কুমার। না ভাব্‌ব কেন, বলি একটা জিনিশ বিক্রি হয়ে গেলেই ভাল হয়। তা এখন নেওয়া মঞ্জুর তো ?

দাসী। হেঁ নেওয়া মত হয়েছে, আর আপনার অঙ্গুরী দেখে অনেক প্রশংসা করেছেন।

কুমার। আমার সৌভাগ্য! যেহেতু এ নরাধমের অঙ্গুরী তাঁর গায় উঠেছে। কিন্তু আর একটি কথা বলি, তোমার ঠাকুরঝির বয়েস কত, বাটীতে পরিবার ক জন?

দাসী। সে কথায় আমার কি কায ?

কুমার। বল্লে হানি কি ? এমন রূপের কথা প্রকাশ কল্লে আর এ কথা বল্‌তে এত ভয় ?

দাসী। না, জানি কি, যদি কেউ শুনে, সেই জন্যে। তবে এখানে আর কেউ তেমন লোক জন নাই, বল্লেও বলা যায়। তোমার তাতে আবশ্যক কি ?

কুমার। না তবু একবার বলনা।

দাসী। তবে বলি, বয়ক্রম এই পোনের বৎসর হয়েছে, কি কিছু বেশী হতে পারে, আর ছেলেপুলে ওসব এখন হয় নাই, পরিবারের মধ্যে এই আমরা তিন জন, ঠাকুরাণী, আমি আর ঠাকুরপো।

কুমার। তবে দাসী, যদি সব প্রকাশ করে বল্লে, তবে এক-বার আমাকে দেখাতে পার ?

দাসী। বাপ্‌রে তা কি পারি, কার ঘাড়ে——

কুমার। তুমি যদি মনে কর তা হলে হতে পারে, দেখ কত স্থানে কত হয়ে গেছে যেখানে বায়ু প্রবেশ কত্তে পারে না সেখানেও——আমি তোমার হাতে ধরি, বিনয় করি, একবার দেখাতে হবে।

দাসী। আচ্ছা তবে চেষ্টা দেখি।

কামিনী উপবিষ্ট।

(দাসীর প্রবেশ)।

কামিনী। সোণা, সব মঙ্গল তো ?

দাসী। ঠাকুরাণি! আমি আপনার দাসী কি না কত্তে পারি ? আমরা যদি মনে করি, তা হলে কত যোগীর যোগ ভাংতে পারি। তাতে আপনার পতি কি না একটি সামান্য সওদাগরবৈত নয়, কিন্তু একটী কায কত্তে হবে, আমি তোমাকে এক্ষণে এই দেশের কামিনীর ন্যায় সাজাইয়া দিই, অর্থাৎ তুমি হিন্দুস্থানীবেশ ধারণ কর।

(৬)

কামিনী। দেখ যেন কোন মতে প্রকাশ না হয়।

দাসী। সে তো তোমার পতি, তার বুদ্ধি শুদ্ধি যত সব জানা আছে, তা নৈলে লক্ষ টাকায় পাখী কেনে ?

(সোণামুখী ও সোণামণির কামিনীকে হিন্দুস্থানীবেশ সজ্জা করণ।)

প্রভাত হতে না হতে সোণামুখী ও সোণামণি হিন্দুস্থানী অলঙ্কার ও বসনাদি পরিধান করিয়া সাধুর অপেক্ষা করিতেছেন।

(দাসীর কুমারের নিকট প্রবেশ।)

দাসী। কোথায় গো সওদাগর মহাশয়।

কুমার। (সশব্যস্তে) এসো তবে সব মঙ্গল তো।

দাসী। মঙ্গল নয় তো কি আর অমঙ্গল, তবে কি না একটু বিশেষ কষ্ট স্বীকার কত্তে হয়েছে, তা কি করি একটা উপকার কত্তে হলেই হয়ে থাকে। তবে এখন যদি সেই কন্যাকে দর্শন করবে তো শীঘ্র আসুন।

কুমার। তবে চল, (পথে যেতে যেতে) আচ্ছা সহচরি! সেই কামিনীকে কিরূপে দর্শন হবে ?

দাসী। আপনাকে সেই বাটীর নিকটে একটু অপেক্ষা কত্তে হবে, তৎপরে আমি সেই কামিনীকে খবর দিব, তা হলে তিনি ছাতে উঠিয়া লক্ষ করিবেন, এবং আপনিও সেইকালে দর্শন করিবেন।

(দাসীর কুমারকে দণ্ডায়মান রাখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ।)

দাসী। ঠাকুরাণি! আপনার স্বামীকে বাহিরে দাঁড় করিয়ে রেখে এলেম, এক্ষণে বালাখানার ছাতের উপর উঠিয়া দর্শন করুন।

কামিনী। সহচরি! তুমি আমায় যে সংবাদ দিলে তা আর তোমায় কি দিব, আজ অবধি আমি তোমার বাধ্য রহিলাম, চল তবে সেই জীবিতনাথের সুধামুখ দর্শন করি।

(দাসী ও কামিনীর ছাতের উপর হইতে কুমারকে দর্শন এবং কুমারও সেই দর্শনে দর্শন করিয়া—

হা কপাল! আমি যে লক্ষহীরার জন্যে এরূপ কষ্ট ভোগ করেছি, সে সব অনর্থক, যদি এখানে আসিয়া এই কামিনীর নিকট সর্ব্বস্বান্ত হতেম, তা হলেও তো সহ্য হতো, যা হোক্ অনেক অনেক কামিনী দর্শন করিছি, কিন্তু এমন কামিনী কখন দৃশ্য করি নাই। স্ত্রীরত্ন কি এইরূপ হয়ে থাকে, এতো মানবী কখনই নয়। অপ্সরী, কি কিন্নরী, কি পরী, তার আর ভুল নাই। যা হোক্ কি মনোহর রূপ দেখলাম। তার আর কি করব, ভগবানের হাত, যদি আমার অদৃষ্টে থাকে, তা হলে অবশ্যই লাভ হবে। আর ইনি যে দেখছি

তাতে যে কোন অর্থ দ্বারা বশীভূত হবেন তা নয়? তবে বলাও যায় না, দেখা যাক, যা হয় তাই হবে।

কামিনী। সহচরি! এখন তো অদৃষ্টক্রমে সাক্ষাৎ লাভ করলেম, এক্ষণে সতী স্ত্রীর পতি মাত্র গতি, তাতে করে পতি নিকটে থাক্‌তে যে আমি অনর্থক বিরহবেদনা সহ্য কত্তে পারি তা কখনই হতে পারে না, তুমি যে কৌশলে হোক আমার নিকটে আনয়ন কর।

(দাসীর কুমারকে অঙ্গুলী দ্বারা নিজ নিকেতনে গমনে আদেশ।)

[কুমারের প্রস্থান।

দাসী। ঠাকুরাণি ধৈর্য্য হন, এই আমি চল্লেম তা আবার ভয় কি? এমন কৌশল করব, আপন ইচ্ছায় তামাক সাজবে। আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের উপর এত অত্যাচার, সুধু তামাক সাজা এ কোন সামান্য কর্ম্ম মুছল-মানের কলমা পর্য্যন্ত পড়াব, তবে ছাড়ব। এই চল্লেম।

(কুমার নিজালয়ে উপবিষ্ট।)

কুমার। (স্বগত) এখন উপায় কি করি,কৈ দাসীও তো এলো না, (পথ দৃষ্টি) ঐ যে আস্‌চে, আসুক দেখি দেখা যাক, কি রকম।

(দাসীর প্রবেশ।)

কুমার। এই যে আমি ভাবছিলাম, তা তোমার কি এই উচিত। গাছে তুলে মই কেড়ে লওয়া।

দাসী। তা কি হয়েছে, (গাছে তুলে মই কেড়ে লওয়া) এ তোমার কেমন কথা, সে এক জনার কুলকামিনী, আপনি বিদেশী সওদাগর, সাধুলোক, আপনার পরের দ্রব্যে এত লোভ কেন? বলে বস্‌তে পেলে কি—— তোমার কথা শুনে হাসি পায়। অবাক করেচ, ছি পুরুষের কেমন দশা একটা। আপনি মনকে প্রবোধ দেও, জীবন ধন বড় ধন।

কুমার। তাতে আর ক্ষতি কি, মৃত্যু হয় সেও ভাল। আমি কোন ছার, দেখ স্বর্ণলঙ্কাপতি রাবণ যার তেত্রিশ কোটি দেবতা আজ্ঞাকারী, আরও দেখ, তাঁর দশ মুণ্ড ছিল সেও সেই সীতার জন্যে অনায়াসে দশ মুণ্ড ছেদন করেছে। তা একটা মাথা গেলেই কি আর থাকলেই কি, যখন আমি তাঁর সেই রূপ অবলোকন করেছি, তখনই এই জীবন সেই জীবিতেশ্বরীকে অর্পণ করেছি, যদি সেই কামিনী না পেলেম তবে আমার মৃত্যুই শ্রেয়।

দাসী। (স্বগত) তাই তো তিনিও যেমন ইনিও তেমন, অধিক বিলম্ব করা হবে না, কারণ সেই পতিপ্রাণা কামিনী যদি ম্রিয়মাণ থাকে তা দেখলে আর আমা-

দের সহ্য হবে না, (প্রকাশে) মহাশয়! ধৈর্য্য হন এত উতলা হচ্চেন কেন?

কুমার। তবে কি কোন সুরাহা দেখেছ?

দাসী। না এমন কি সুরাহা, তবে যৎকালে আপনাকে দৃশ্য করেন তখন মনটা যেন প্রফুল্ল প্রফুল্ল দেখলাম।

কুমার। তবে দাসী আমার মাথার দিব্য লাগে, বিশেষ করে বল্‌তে হবে।

দাসী। বিশেষ আর কি বল্‌ব, তিনি পতিপ্রাণা, পতি-অনুরক্তা, পতিই গতি, পতিই মতি, পতি ভিন্ন কিছুই জানেন না। তবে কি করি, তুমিও দেখ্‌ছি সেই কামিনীর জন্যই উন্মাদ হয়েছ, দুদিক রক্ষা করা এতো বিষম দায়। তবে আর একটি কায কত্তে পার তা হলে সিদ্ধ হতে পারে, কারণ তিনি অঙ্গুরীতে অত্যন্ত প্রিয়, সে কারণ তুমি যদি নিত্য নিত্য এক একটি নূতন নূতন অঙ্গুরী দিতে পার তা হলে কার্য্য সফল হতে পারে।

কুমার। এ কোন আশ্চর্য্য কথা! কি না একটা অঙ্গুরী. এই লও আজকে এই অঙ্গুরীটি লয়ে যাও, আর প্রত্যহ এক একটি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অঙ্গুরী প্রদান করব।

দাসী। তবে আমি এখন আসি, আপনি বসুন, দেখি যদি এতে মত করেন তবে হবে।

[অঙ্গুরী গ্রহণপূর্ব্বক দাসীর প্রস্থান।

কামিনী। (দাসীকে দেখে) কৈ তিনি এলেন না?

দাসী। (অঙ্গুরী প্রদান করিয়া) এ কি ওঠ ছুঁড়ী তোর—— পণ করেছ, সে পণ প্রতিপালন কত্তে হবে, তাতে এত তাড়াতাড়ি কত্তে গেলে চলেনা, যদি টের পান, তা হলে যে তোমার মস্তক ছেদন করবে, জাননা যে কি রকমে এই কুল-কামিনী হয়ে এই বিদেশে গমন করেছ। একটু কৌশল কল্লে তবু তার মনে বিশ্বাস হতে পারে, যে অবশ্যই অন্য কোন কামিনীই বটে।

কামিনী। এত কি আর আমার জ্ঞান আছে। যখন তোমরা আমার আছ তখন আমি কি কাকেও ভয় রাখি, যা হোক তুমি ত্বরায় গমন কর।

[দাসীর প্রস্থান।

কুমারের বাটী।—নির্জ্জনে উপবিষ্ট।

কুমার। (স্বগত) এইতো দিবাভাগ গত প্রায়, এখনতো দাসী এলোনা, তবে বুঝি কোন অমঙ্গলই ঘটেছে, দেখি দেখি পথটা, আস্‌চে কি না, (পথ অবলোকন) দাসীকে দেখে, যা হোক অনেক দিন বাঁচবে, নাম কত্তে কত্তেই যে?

(দাসীর প্রবেশ)।

দাসী। সদাগর মশায় কি বল্‌ছিলে নয়?

কুমার। না এমন কিছু বলি নাই, বলি বুঝি অধীনকে বিস্মরণ হয়ে গেছ।

দাসী। আপনাকে কি আর আমি ভুল্‌তে পারি? আমরা আপনার জনেই ভুগে মচ্চি, এখন তিনি আর এক কথা বল্‌চেন যে আমাকে প্রত্যহ এক একটি নূতন নূতন অঙ্গুরী দিতে হবে।

কুমার। সহচরি! তাতে কি অবিশ্বাস কচ্চ? একটা কি যদি আজ নিশি সময়ে লয়ে যেতে পার তা হলে দুইটি অঙ্গুরী প্রদান করি।

দাসী। আচ্ছা দুটি অঙ্গুরী দাও দেখি নিয়ে দেখাইগে যদি অনুমতি হয়?

উতলার কর্ম্ম নয় শুন মহাশয়।
ধৈর্য্য ধর দেখি আগে কি হতে কি হয়॥
এতেক বলিয়া দুই অঙ্গুরী লইয়া।
ছলা করি গেল সোণা গৃহেতে চলিয়া॥
এইরূপে ক্রমে সপ্ত অঙ্গুরী লইল।
আজি কাল করে তারে ভাঁড়াতে লাগিল॥
দাসীর আকাঙ্ক্ষা তার লইবারে ধন।
কামিনী তাহাকে বাধা দিলেন তখন॥
বলে সহচরী আর সহ্য নাহি হয়।
পতির কারণে মম প্রাণ বুঝি যায়॥

কুমার। সহচরি! এত প্রতারণা কচ্চ কেন?

দাসী। সে আপনি যা বল্লেন কিন্তু তা নয়। ঠাকুরাণী একটা কালীকা ব্রত করেছিলেন, তা অদ্য সেই মহামায়ী সদয়

হয়ে অনুমতি করেছেন যে সেই সওদাগর তোমার পূর্ব্ব জন্মে পতি ছিল, তা তাকে গ্রহণ কল্লে তোমার পাপ হবে না, সেই দৈববাণী শুনে আমাকে আজ নিয়ে যেতে বলেছেন।

কুমার। (সআহ্লাদে) সহচরি! তবে এইতো সন্ধ্যা উপস্থিত তবে কেন চলনা?

দাসী। আপনি যে বড় ব্যস্ত দেখ্‌ছি। সে সব স্থানে গমন কত্তে হলে কেবল প্রাণটি হাতে করে যেতে হয়, তা অত হুড়মুড় করে গেলে তো ফল হবে না, যখন গভীর রাত্রি উপস্থিত হবে আর কোন দিকে লোক জন গমনাগমন করবেনা সেই সময় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গমন কত্তে হবে।

কুমার। সহচরি! তা তুমি যা বল্‌বে তাই কর্‌ব।

প্রহরেক নিশি যবে হইল উদয়।
দুই জনে বাটীর বাহির তবে হয়॥
পথে যেতে যেতে সাধু ভাবে মনে মন।
প্রকাশ পাইলে মোর বধিবে জীবন॥
এইরূপ কত মত ভাবি সদাগর।
গমন করিল সাহসেতে করি ভর॥

দাসী। মহাশয়! এইত বাটীর সন্নিকট উপবন, আপনি এই স্থানে উপবিষ্ট হন, আমি একবার ঠাকুরাণীর

অন্তঃপুরটা দেখে আসি, কিন্তু দেখো খুব সাবধানে থেকো।

কুমার। তবে একটু শীঘ্র করে এসো।

দাসী। আমি যাব আর আস্‌ব।

কামিনীর আলয়।

(দাসীর প্রবেশ)।

কামিনী। সহচরি! তুমি এলে, কৈ আমার জীবনবল্লভ কৈ?

দাসী। তাঁকে হঠাৎ কি করে আনি, ঐ ফুলবাগানে বসিয়ে রেখে এলাম। বলি কি একটু রাত করে আন্‌ব।

(কুমারের উপবেশন)।

কুমার। (স্বগত) কৈ দাসী যে এখনো আস্‌চে না, (বৃক্ষ হতে পল্লব পতিত) এইবার বুঝি আস্‌চে, ঐ যেন মনুষ্যের গমনের শব্দ পাচ্ছি, (একদৃষ্টে নিরীক্ষণ) কৈ তাও তো নয়!

(দাসীর প্রবেশ)।

দাসী। কোথায় সাধু মহাশয়! আসুন আমার সমভ্যারী হন।

কুমার। এই যে, চল যাই।

কামিনীর কাশ্মীরি বেশে উপবেশন।

(কুমার ও দাসীর প্রবেশ)।

কামিনী। (নিজ পতিকে দৃষ্ট করিয়া অধোবদন)।

কুমার। (একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া, স্বগত) উঃ কি চমৎকার রূপ! এমন রূপতো কখন দেখিনি, যা হোক কত তপস্যা করেছিলাম তাই এমন রূপ দৃশ্য কল্লেম, (প্রকাশে) সহচরি! তোমাদের এ কিরূপ ব্যবহার? যে ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করে আন্‌লে তার সমাদর নাই।

কামিনী। মহাশয়! ও আবার কেমন কথা, যে ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হলো তার আবার সমাদর নাই? ভেবে দেখ দেখি আবার কিরূপ সমাদর কত্তে হয়?

কুমার। না, তা বড় মন্দ নয়, যখন উপবনে একাকী বসে-ছিলাম তখন নানা প্রকার উপহারে তুষ্টি লাভ করেছি।

কামিনী। তা আবার হলোনা কি? চোরের সম্মান ঐ রকমেই হয়ে থাকে।

দাসী। ঠাকুরাণি! কচ্চেন কি? রাত যে শেষ হয়েছে?

কামিনী। তবে সাধু মহাশয়কে রেখে এসো, জানি কি, যদি উনি মনে রুষ্ট হন।

[দাসী ও কুমারের প্রস্থান।

সওদাগরের নিজ বাটী প্রবেশ।

দ্বিতীয় নিশি আগত।

কুমার। (স্বগত) এই তো সন্ধ্যা উপস্থিত, এখন আর সুধু সুধু বসে কি করি, রাত অধিক না হলে তো আর সেখানে যাওয়া হবে না। ততক্ষণ একটু নিদ্রা যাই, (সাধুর শয্যায় শয়ন ও স্বপ্নদর্শন করিয়া উত্থিত) হায়! কি দুঃস্বপ্ন দেখলাম, বাটীর সমস্তই অমঙ্গল, পিতার সমূহ পীড়া, এবং তাঁর আসন্নকাল উপস্থিত, উপায় কি করি, আবার এদিকে সমস্ত বিষয় বিভব যত ছিল, তাও তো চোরে অপহরণ করেছে, এবং জননী আমাকে নয়ন অতীত করে দুটী চক্ষু একেবারে অন্ধ হয়েছেন, ও স্বীয় প্রাণেশ্বরী অন্য পুরুষানুরক্ত হয়ে নিজ গৃহ পরিত্যাগ করেছেন, হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই হয়েছে, যা হোক্ যার জন্ত এত কষ্ট স্বীকার করে পরিণয় কল্লেম এবং ঈশ্বর সাক্ষ্য করে প্রতিজ্ঞা কল্লেম, সে প্রতিজ্ঞা আমার ভঙ্গ হলো, দেখি দেখি (স্বীয় খাতা দৃশ্য করিয়া) উঃ কি সর্ব্বনাশ! তিনলক্ষ কুড়ি হাজার জুত বাকী, এখন করি কি, একি সত্য হতে পারে? স্বপ্ন বই তো নয়, মিথ্যা কথা, ও ছেঁচা জল আর স্বপ্ন এ কখন সত্য হয় না, তাই বা কেমন করে হবে, বাড়ীতে চাবি দিয়ে এসেছি, কি করে যাবে, এ সব মিথ্যা

তবে কি হবে, এখন একবার প্রণয়িনীর নিকট গমন করি, রাত্রও তো প্রায় দ্বিপ্রহর উপস্থিত।

কামিনীর চিন্তা।

(কুমারের প্রবেশ।)

কামিনী। প্রিয়সখি! যামিনী বিগতপ্রায়, কৈ সাধুনন্দন তো এখন এলেন না, কি করি, আর বিরহবেদনা যে সহ্য কত্তে পারি না, যাঁকে এক তিল অদর্শন হলে ধৈর্য্য ধত্তে পারি না, তাঁকে কি করে এতক্ষণ অদর্শনে থাকি বল দেখি, কোন অশুভ তো ঘটে নাই? কারণ আমিও তাঁর প্রতি যেরূপ দর্শন ইচ্ছুক, তিনিও তদ্রূপ, তাতে করে এখন পর্য্যন্তও এলেন না, তবে বুঝি দেশেই গমন করেছেন, তা হলেও হতে পারে, তা যদি হয় তবেই তো সব বিফল, যাঁর জন্তে এই এত কৌশল কল্লেম, সব বিফলে গেল। পণ পূরণ কত্তে পাল্লেম না, এখন যদি তিনি দেশেই গমন করেন, তা হলে তো আগেই আমার মন্দিরে গমন করবেন, কিন্তু তখন যদি আমাদের না দেখতে পায় তা হলে তো আর উপায় নাই, একেবারে কুলের বাহির হতে হবে, আর কি করেই বা এ মুখ নিয়ে অমারা দেশে গমন করব। এখন তো ঘোর বিপদ দেখ্চি, তবে আর একটু অপেক্ষা করে দেখি, যদি একান্তই না

আসেন, ও এখানে না থাকেন, তবে এ জীবন এখনই ত্যাগ করব।

দাসী। একটু ধৈর্য্য ধরুন,তার ভাবনা কি,এখনই আস্‌বেন।

(কুমারের দ্বারে আঘাত।)

কামিনী। সহচরি! দেখ দেখি কে যেন দ্বারে আঘাৎ কচ্চে।

দাসী। যে আজ্ঞা চল্লেম।

(দাসী ও কুমারের প্রবেশ।)

কামিনী। (কুমারের মুখ অবলোকন করিয়া নিজ মুখ বসনে আবৃত করিয়া শয্যায় শয়ন)

কুমার। হে কৃষাঙ্গি, সুরঙ্গি, আজ কি জন্যে অভিমানে মগ্ন হয়েছ? তোমার সুধামুখে কথা নাই, হাস্য নাই, কেবল সুকোমল নেত্রে অবিরত বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতেছ, এর কারণ কি? আর রূপেরও তো ভিন্ন ভাব দেখছি, যেরূপ দেখলে হেমলতা লজ্জা পায় সে রূপ কি না নবমেঘের ন্যায় হয়েছে, আবার তোমার সুধামুখ তাতে নীলাম্বর আচ্ছাদন করেছ, ঠিক যেন পূর্ণ শশধর মেঘমালায় আবৃত হয়েছে। এ বিরাগ কিসের জন্য তুমি কি মৌনব্রত করেছ। না আমায় দেখে, সে যা হোক্ হে মৃগাক্ষি! আমায় ক্ষমা কর, একবার সুধা-মুখ উত্তোলন কর, আমি নিতান্ত তোমারই আশ্রিত, যদি আশ্রিত জন কোন অপরাধ করে, সে দোষ গ্রহণ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

দাসী। (কামিনীকে দেখে) এ কি! (নাকে হাত দিয়া দণ্ডায়মান।)

কুমার। (সহচরীর প্রতি) সখি! এ কিরূপ,আজ কেন প্রাণেশ্বরী একূপ অবস্থায় রয়েছেন? আমি তো কোন দোষের দোষী নই, একবার তুমি জিজ্ঞাসা করে দেখ দেখি।

দাসী। এ কি বিপরীত, ইতিমধ্যে তোমাদের আবার কি রঙ্গ হলো, অমৃততে গরল হয়ে উঠলো।

কুমার। আমায় বৃথা জিজ্ঞাসা কচ্চ, আমি কিছুই জানি না তোমার ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা কর।

দাসী। (কামিনীর প্রতি) ঠাকুরাণি! যে ব্যক্তি অনুগত হয়, তার প্রতি একূপ আচরণ করা তোমার নিতান্ত অন্যায়? ভাল, যদি না বুঝে কোন দোষ করে থাকে, সে দোষ মার্জ্জনা কর। একবার বিধুবদন উত্তোলন কর সাধু অত্যন্ত কাতর হয়েছেন একটী কথা কও।

কামিনী। সখি! কেন আর দগ্ধ করিস,একে জ্বলে মরছি,তুই আর কাটা ঘায়ে লুণ দিস না, তুই তো আমায় মজালি, আমি কি আর ওকে চিন্‌তাম, কোথেকে এক অঙ্গুরী নিয়ে এসে কত রকম কথা বলে লোভ দেখ্‌য়ে মন ভুল্‌য়ে দিলি, তুই তো এর মূল কারণ। তা কল্লি কল্লি যদি সুরসিক হতো, তা হলেওতো প্রাণে এত কষ্ট হতো না, দেখ দেখি রাত কি আর আছে। এই এতখানি রাত পর্য্যন্ত আশার আশ্বাসে বসে রয়েছি, বলি এই এলো

এই এলো, বিশেষ ওর প্রতি আমি মন প্রাণ কুল লজ্জা ভয় একেবারে সমর্পণ করেছি, তার কি এই ধর্ম্ম, এমন কঠোর হৃদয় ব্যক্তির মুখাবলোকন কত্তে নাই। তুই আর ও সব কথা আমার কাণে তুলিস্‌নে।

দাসী। আপনার কি অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়েছে।

কামিনী। কষ্টের কথা কি আর বল্‌বো, রাত্র যখন তৃতীয় প্রহর, তখন মনে কল্লেম যে না হয় একবার অগ্রগামী হয়ে দেখে আসি, আবার মনে কল্লেম, যে এই তিমিরাবৃত গভীর যামিনীকালে কোথাই বা যাই, আমি তো তার পথ চিনি না, কোথা যেতে কোথা গিয়ে পড়ব, যদিস্যাৎ আমি তখন গমন কত্তেম, তা হলে কি হতো বল দেখি, লোক জানাজানি হতো আর শত্রু হাসতো, তাই বলি এমন প্রণয়ে কার্য্য নাই। তা না হলে তো পুনঃ পুনঃ এইরূপ করেই জ্বালাবে, আর আমি জ্বালা সহ্য না কত্তে পেরে যদি ওর নিকটেই গিয়ে পড়ি তা হলে তো তখন আমায় অপমান করবে, কারণ যিনি এরূপ ব্যবহার কত্তে পাল্লেন তখন আমি কি করব, একুল ওকুল দুকুল হারায়ে বসবো। এখন যদি জীবনান্তও হয়, সেও ভাল, তবু ওর মুখাবলোকন করব না।

দাসী। ঠাকুরাণি! ক্ষমা করুন, আমার মুখ রাখ, যদি কোন কার্য্যবশতঃ এক রাত্র আসতে বিলম্ব হয়েছে তাতে কি এত রাগ কত্তে আছে।

কামিনী। আচ্ছা আমি সব দোষ কার্জ্জনা করি, যদি এখন আমার জাতিতে আসেন, আর কলমা পড়েন, তা হলে আমি ওর চির অধিনী হয়ে থাকি এবং যেখানে নেযেতে চান সেইখানেই যাই।

কুমার। (দাসীর প্রতি) প্রিয়সখি! এ কি নূতন কথা শুন্‌লেম, প্রাণপ্রিয়ে কি জাতি?

দাসী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ) সে কথা আর শুনে কায নাই, আপনি আশা পরিত্যাগ করুন।

কুমার। কেন সখি! এমন নিষ্ঠুর কথা বল্লে।

দাসী। তুমি হলে জাতিতে গন্ধবর্ণিক, উনি হলেন মুছলমানের বিবি তাতে আবার দেখচি বিবি সাহেব তোমার প্রণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন, আর তুমিও হয়েছ, দেখ দেখি এখন কি হয়ে উঠে।

কুমার। কি কর্ত্তে হবে?

দাসী। এমন কিছু নয়, ধর্ম্ম কর্ম্ম, তবে তুমি হচ্চ হিঁদু, এতেই যা বল। এখন আমাদের বিবি সাহেব এই বল্‌চেন, যে যদি আমার ধর্ম্মে আসেন এবং কোরাণ পড়েন ও এক সঙ্গে আমাদের যা খাদ্য খাদক রিতি আছে, তা খেতে পারেন, তা হলে তোমার চিরকালের কেনা দাসী হয়ে থাকে, এতে আপনার মত কি? আর তা যদি না পার তবে আপন আলয়ে গমন করুন।

কুমার। (স্বগত) হা অদৃষ্ট! আমার কপালে কি এত কুঘটনই ঘটে যায়, ক্ষণেক সুখের লাগি সর্ব্বত্যাগী হতে হলো, জাতটা ছিল তাও যায়, আগে না জেনে কি কাযই করে বসেছি, এ কি সর্ব্বনাশ, যবনের সহ বাস, হায় বিধি! এই ভাগ্যে ছিল! আগু পাছু না ভেবে কি কুকর্ম্মই করেছি, যার জন্যে সর্ব্বস্ব খোয়ালাম তিনি কি না জাতিতে যবন! একবার পাটনায় হীরার প্রণয়ে মুগ্ধ হয়ে কাশীতে ভিক্ষা করে খেয়েছি, তাতে যদি ভাগ্যফলে দৈববলে ভৈরবী কর্তৃক কিছু ধন প্রাপ্ত হলাম তাতে তিনি বারম্বার নিষেধও করেছিলেন যে আর যেন অমন কায না কর, সে কথা না শুনে আবার কুপথ-গামী হলাম, আমি অতি মূর্খ কুলাঙ্গার, তার আর ভুল নাই, নচেৎ এরূপ ঘট্‌বে কেন? জাত, কুল, মান একেবারে সব গেল।

আচ্ছা মজা হলো শেষে কি করি উপায়।
খানা না খাইলে বিবি করিবে বিদায়।
তথাচ অবোধ চিত নাহি মানে মানা।
অবশেষ আরো বুঝি আছয়ে যন্ত্রণা॥

এ সব বিধির বিড়ম্বন, সেইতো পুনর্ম্মুষিক হতে হলো, এখন আর ভাব্‌লে কি হবে, ডুবেচি না ডুব্‌তে আছি, জেতেরি বা দরকার কি, যখন ওর সঙ্গে একত্রে শয়ন করেছি জাততো তখনই গেছে, যদি বল অজানত লোকে

কত কর্ম্ম করে থাকে, তবে কেন অজানত অগ্নিতে হাত পড়লে দগ্ধ হয়,অতএব আর মিছা ভাবা,পূর্ব্বে যদি ভাব্‌তেম তা হলে ফল ছিল, এখন আর উপায় নাই,কপালে যা ছিল তাই ঘট্‌লো,এখন উপস্থিত বিপদ হতে মুক্ত হওয়া যাক্ পরে যে বিপদ আছে তা আর কেউ দেখ্‌তে পাবে না, আর যদিই আমি খানা খাই এতো বিদেশ দেশেতে আর কেউ জান্‌তে পারবে না, জাতি লয়ে কি করব, পরকালে সাক্ষী দিব, ইহকালে তো এমন আর পাব না। যার তরে জাতিভ্রষ্ট হলেম,তাকে হৃদয়ে ধারণ করে পরকালে তরে যাব। এখন জাতিতে জলাঞ্জলি দেওয়া কর্ত্তব্য। (প্রকাশে দাসী প্রতি হাস্য বদনে) ভাল প্রিয়-সখি! যদি তাতেই তোমার ঠাকুরাণীর অভিমান যায় তা হলে সে কর্ম্ম কোন ছার, আমি জীবন পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত।

(প্রভাতকালে কামিনীর দাসীর প্রতি খানার আয়োজনে অনুমতি)।

কামিনী। প্রিয়সখি? সদাগরের আজ আর বাসায় যাওয়া হবে না, আমার সঙ্গে আজ খানা খেতে হবে।

দাসী। (কুমারের প্রতি) মহাশয় শুনলেন তো?

কুমার। তাতে আর ভয় কি! যখন প্রণয়রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছি, তখন যে আপদ উপস্থিত হবে তাই নিবারণ কত্তে হবে।

কামিনী। প্রিয়সখি! তবে খানার আয়োজনের জন্য বাজারে গমন কর।

দাসী। যে আজ্ঞা—

ত্বরাত্বরি করি দাসী বাজারে যাইয়া।
সত্বরে মোরোগ এক আনিল কিনিয়া॥
তীক্ষ্ণধার ছোরা এক করেতে লইয়া।
মোরোগ জবাই করে এলাহি ভাবিয়া॥

কুমার। (স্বচক্ষে দৃষ্ট করে স্বগত) কামিনী নিতান্তই যবন জাতি।

দাসী। ঠাকুরাণি! এইতো সাধুর সমক্ষে মোরোগ জবাই করে নিয়ে এলেম।

কামিনী। ছি ছি পরিত্যাগ কর, আর এক কায কর, একটী কবুতরকে বিনষ্ট করে রন্ধন কর।

দাসী। যে আজ্ঞা।

পরে সেই দাসী একটি কবুতর বিনষ্ট করিয়া রন্ধন করিলেন, এবং অপর একটি বৃহদাকার খাসি বিনষ্ট করিয়া সেই মাংসে বহুবিধ রন্ধন করিলেন, পোলাও, দম্পাক্ত, কোপ্তা কাবাব ইত্যাদি এবং তপস্যা মৎস্যকে ঘৃতে ভ্রষ্ট করিয়া খিচুড়ি, সরাব, রুটি ইত্যাদি বিচিত্র বাসনে উপবেশন করিয়া কামিনীর নিকট প্রবেশ।

দাসী। ঠাকুরাণি! এইতো সব খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত, এক্ষণে কি অনুমতি হয়?

কামিনী। (প্রফুল্লচিত্তে সাধুর প্রতি)—

উঠিয়ে মেয়াজি জেরা কিজে মেহেরবানি।
মজুত তামাম হুয়া হ্যায় খানা পানি ॥
লেওগুকো লেও জিস্ করোজী হজরত।
মত কিজে গাফলি খানা হোগা বে লজ্জত ॥

(আও বলি কুমারের হস্ত ধারণ)।

কুমার। (চোরের মতন মেজের সন্নিকটে গমন করিয়া, স্বগত) আমার কপালে এই ছিল! এ কর্ম্ম কি কুকর্ম্ম!

কামিনী। (দাসীর প্রতি) সহচরি! জল্দি করকে কোরাণ মাঙ্গাও, পহেলা মেঞাজিকে জেরা কলেমা পড়াও।

দাসী। (কোরাণ হস্তে করিয়া) মহাশয়! পহেলা অজু করে দেহ শুদ্ধ করুন, তৎপরে কোরাণ পড়।

(সদাগরের অজু ও কাছা খুলিয়া কোরাণ পাঠ)।

তোবা করদম্ তোবা করদম্ ইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা।
বাতো মস্তম বাতো মস্তম ইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা ॥
ত্তনিয়ামে যবতক রহুঁ তবতক তুঝে মসগুল রহু।
জাত আপনাকি ছোড়া ময়ে ইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা ॥
ময়ে গোনাগারস্ত বছকে কেছকা নজদিকো কহোঁ।
তেঞি মুঝে মাফি কুনেন্দা ইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা ॥
সব কহিকো দেলতো হ্যায় তেরে করজমে ইয়া খোদা।
বিবিকো হাম পর খুসি কর ইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা ॥

অজগর বিবি মুঝে রহমত করেগা ইয়া রাতমে।
হও তেরা কুদরত বাড়ে গাইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা ॥
তোমতো সব দেখ্‌তেহ আলা মরে গুনা কুচ না কিয়া।
বেক ছরিবে গজব হ্যায় ইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা ॥
যেতনা রূপেয়া থা মেরা আংটীমে সব উড় গয়া।
তপভি উছকে না পায়লেই ইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা ॥
জাতকো বরবাদ দেকর মেলা গেয়া ইয়া কামলে।
তওভি হ্যায় নারাজ বিবি ইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা ॥
যবতক হাম জেন্দা রহো বিবিকো খেদমতমে রহ।
বহু কছম করকে কহা ময়ে ইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা ॥
সাধুসুত ছুরত দেখ কর তিনকড়ি বিশ্বাস কহে।
জল্‌দি খানা খাকে বোলাও ইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা ॥
তোবা তোবা তোবা, নিস্তব্ধ।

(কামিনী ও কুমারের একত্রে ভোজনাদি ও যামিনী যাপন)

[কুমারের প্রস্থান।

কামিনী। প্রিয়সখি! এখন তো সময় অতীত হয়, এবং বোধ করি গর্ভেরও লক্ষণ উপস্থিত, এখন যাতে পণ সিদ্ধ হয় তার উপায় কর, আর এখানে থাকা উচিত হচ্চে না।

দাসী। তার চিন্তা কি, উপায় তো পূর্ব্বেই করে রেখেছি আজ যখন সাধু এসে তোমার সহিত নানারূপ কৌতুক আরম্ভ করবেন, সেই সময় আমি তোমার ছদ্মবেশী

পতির রূপ ধারণ করে উপস্থিত হয়ে হাতে নোতে ধরে ফেলব। তার পর যা কত্তে হয় তা দেখতে পাবে।

কুমার। (স্বগত) যা হোক্ এখন এক রকম হলো ভাল, আর তো ছাড়াছাড়ি নাই, তবে আজকের মতন একটী ভাল দেখে অঙ্গুরী লয়ে যেতে হবে। দেখি একবার বাসকোটা খুলে দেখি, (বাসকোর চাবি খুলিয়া সচকিতে) আ সর্ব্বনাশ, আর যে কিছুই নাই, সব গেছে, আর থাক্‌বেই বা কেমন করে, প্রত্যহ লক্ষটাকার করে অঙ্গুরী ক্রয় করা গেছে, তা এখন যা তা করে একটি অঙ্গুরী ক্রয় করিগে (অঙ্গুরী ক্রয় এই তো অঙ্গুরী ক্রয় করা হলো, আর সন্ধ্যাও উপস্থিত তবে আস্তে আস্তে প্রিয়ার কাছে যাওয়া যাক।

(কুমারের প্রবেশ।)

কুমার। দেখ প্রিয়ে! আজকেকার যে অঙ্গুরীটী বড় উৎকৃষ্ট অঙ্গুরী, তা আজ আমি আপন হস্তে তোমার অঙ্গুলে পর্‌য়ে দেব।

কামিনী। কৈ দেখি কেমন অঙ্গুরী (হস্ত প্রসারণ)

কুমার। (প্রক্ষেপণ)।

(মণিলালের প্রবেশ।)

মণি। (দুইজনকে একত্রে দেখিয়া সক্রোধে) রে দুর্ব্বিনিতে, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা তুই জানিস্ না যে আমি বীর-

পুরুব মণিলাল সিং আমি যদি মনে করি, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ত্রিভুবন দিগ্বিজয় কত্তে পারি।

(সদাগরের প্রতি)।

আবি বলো মুঝে কাঁহা তেরা ঘর।
রাতমে কাঁহেকো মেরা বালাখানাপর॥
নেহি তুঝে মালুম কেছিকে ইয়া তেরা।
এমে চোট্টা ডাকু অব জ্ঞান গেয়া তেরা॥
বদমাস বাঙ্গালী নেহি তেরা ডর।
আওহো গেধড় হোকে হামারা কি ঘর॥
থোড়া ঘড়ি সবুরি কিয় মজা মালুম হোয়েগা।
গলে পর পাও দে তুঝে জবাই করেগা॥
হামকো ডেরামে তু বড়া কাম খারাব।
অএছেহিমে গলে তেরা ছোরা দেওঙ্গে অব॥
দেখ্ আঁখমে হামছে ক্যা সাজা তেরে হোয়।
বুক্‌মে বাঁশ দাবেগা আবি তেরা বদখোয়॥
চৌদ্দ রোজ গিয়া মেই ছোড়কে মোকাম।
এহিমে খোলাৎ বদ কামিকা মোদাম॥
অভিতো হেয়াত গেয়া দস্তনে হামার।
এহি তরবারে তুঝে করেগা দোপার॥
কেঁও বিবি তো জেছা দোস্ত কিয়া বাঙ্গালিছে।
তেগ ছমছের দেই নছাপ হোগা পিছে॥

কেঁও বাঁদি থোড়া তোম্‌কো দেখ্‌লেঙ্গে।
পহেলা তোমারা পেট দোফাক করেঙ্গে ॥
হামারা নেমক খাকে এহি কাম বাঁদি।
আবি তুঝে দেক্ কাটডালে হারামজাদি ॥

দাসী। দোহাই খোদাবান্ হাম্‌কো কুচ মালুম নেহি। তোম্ কিসিয়াস্তে হাম্‌কো জুলুম কত্তাথা।

কামিনী। (নিরুত্তর)

মণি। (সাধুর প্রতি) এবে চোট্টা জেছা তোম্ বুরা কাম কিয়া জান্‌ছে তুঝে মারনেসে কুচ ফয়দা ন হোগা যো ছক্ত ছাজা হৈ তুঝে দেগা, জিতা জানে হাম্ মুরদার করেগা।

(মণিলাল কর্তৃক সাধুর বন্ধন ও কারাগৃহে স্থিতি।)

দাসী। (কামিনীর প্রতি হাস্যবদনে) এখন আপনি একটি সদাগরের বেশ ধারণ করুন, কল্য প্রাতে আমার নিকট আসিয়া বহুবিধ বিনয়সহকারে সাধুনন্দনকে গ্রহণ করিয়া লইবেন, এবং ঐ সোণা দাসীকেও ছদ্মবেশী পুরুষবেশ ধারণ করাইয়া অদ্য নিশিযোগে বাণিজ্য দ্রব্যাদি এবং সপ্তখানি তরণী সজ্জীভূত করে ঘাটে লাগাইয়া রাখুন।

(কামিনীর সওদাগরের বেশে মণিলালের সহিত সাক্ষাৎ)।

মণি। (কুমারকে অবলোকন করিয়া) বহুবিধ তিরস্কার করিতেছে।

(ছদ্মবেশী সওদাগরের প্রবেশ।)

মণি। (সসম্ভ্রমে সদাগরের প্রতি) কেঁউ দোস্ত আচ্ছি আওহালে হ্যায়।

ছ-সও। আপকো দোওয়াছে দেল খোসতর হ্যায়। (সওদাগরকে দেখিয়া) মেঞাছাব এ আদমী তুম্হারা ক্যা গুনা কিয়া।

মণি। কাল্ রাতকো আকে জো সব চিজ ওস্ক থা, ছালা লোক লেকে ভাগ যাতা থা, ইসিসে গ্রেফ্তার কিয়া, আবি কাট ডালেগা।

ছ-সও। চোর যেছা কাম কিয়া, এছিমে মেরা বাত শুন, তেরা যো চোরি কিয়া হৈ, সো মাল আউর চোরকো রাজাকো বাট পর ভেজ দেও। এহি হোনেছে রাজা উসকো ওমর ভোর কয়েদ দেগা।

মণি। আচ্ছি বাত হ্যায়।

কাঁহা রাজ সরদার লেজাও এসকো সাত।
সারেওয়ার বোল্‌কে কর রাজাকি হাওলাত॥

সোণার চোপদার বেশে সাধুকে ধৃত।

(কামিনী কুমারকে লইয়া তরীতে প্রবেশ।)

কুমার। (কামিনীর প্রতি গলায় বস্ত্র দিয়া অশ্রুজল বিল-

র্জ্জন করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে) মহাশয় ! আপনি আমার পক্ষে ঈশ্বর সদৃশ, কারণ আপনি অত্যন্ত দয়া-শীল তা না হলে কালান্তক যমের হস্ত হতে আমাকে পরিত্রাণ কল্লেন, যা হোক্ বোধ হয় আমি পূর্ব্বজন্মে কত কঠোর তপস্যা করেছিলাম, সে কারণ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ কল্লেম, এক্ষণে আমার যে উপকার কল্লেন, তার ধার কি দিয়ে যে পরিশোধ কর্‌ব, এমন বস্তু কিছুই নাই, তবে যতদিন জীবন ধারণ করব, তত দিন আপনার ক্রীতদাসের ন্যায় আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। এক্ষণে মহাশয় যদি এ নরাধমের জীবন রক্ষা কল্লেন ,তবে যেন আর রাজসন্নিধানে প্রেরণ না করেন।

চোপ। (সাধুর প্রতি) দেখ তোম্ বড়া দাগাবাজ আদ্‌মি হাম তোম্‌কো ন ছোড়েগা।

কুমার। (যোড়হস্তে) দোহাই চোপদার মহাশয় ! এক্ষণে তব পদে শরণ নিলাম, দয়া করে,এ দাসকে রক্ষা কত্তেই হবে।

কামিনী। (সাধুকে কাতর দেখে মৃদুস্বরে দাসীর প্রতি) দেখ চোপদার, যদ্যপি চোর বিপরীত শপথ করে, তবে কেন আর রাজার নিকট প্রেরণ করব। এখানে তুমি আর আমি আছি, এ ভিন্ন আর তো কেহই নাই, তা আমাদেরও তো একটা ভৃত্যের দরকার আছে, তবে উনি যদি স্বীকার করেন, তা হলে আর ওর বিপদ কি।

কুমার। আমি তোমাদিগকে শপথ করে বলচি। চন্দ্র সূর্য্য এবং ভাগীরথী ও অগ্নি, ধর্ম্ম, এই পঞ্চ দেবতা শরণ করে আমি তোমাদের দাস হলেম। যদি কখন অস্বীকার করি, তবে জ্ঞানকৃত গোহত্যার যে পাপ তাই হবে।

কামিনী। (ঈষদ হাস্য করিয়া) দেখ চোপদার উনি অতি ভদ্র লোক হতে পারেন, তা না হলে এরূপ শপথ কখনই কত্তেন না, এক্ষণে আর ওর দোষ গ্রহণ করা উচিত হয় না, যে হেতু আমাদের আশ্রয় গ্রহণ কচ্চেন। যে ব্যক্তি আশ্রয় লয়, তাকে ক্ষমা করাই বিধেয়। আর দেখ আমাদেরও একটী বই ভৃত্য নাই, কাযের অনেক হানি হয়, অত-এব অপর কোন কায কত্তে পারুক না পারুক, তামা-কটা আরটা সাজা বেশ চলবে, তার আর ভুল নাই, থাকে থাক।

চোপ। (কুমারের প্রতি) দেখ চোর তুমি যে কায করেছ তার উপযুক্ত দণ্ড দেওয়াই উচিত কিন্তু তোমার অধিক বিনয়ে ও কাকুতিতে ক্ষমা কল্লেম, তবে আর একটি কাজ কত্তে হবে। আমি যখন যা আজ্ঞা করব তৎক্ষণাৎ সমাধা কত্তে হবে, তাতে যদি অন্যমত কর তা হলে তদ্দণ্ডেই তোমাকে রাজার নিকট প্রেরণ করব, আর যদি তুমি কার্য্যবশতঃ সন্তুষ্ট কত্তে পার তা হলে পরে বিবেচনা করা যাবে।

কুমার। (এই কথায় তুষ্ট হইয়া কামিনীর প্রতি) মহাশয় আপনি যে আমাকে এ বিপদ হতে উদ্ধার কল্লেন, তাতে বোধ করি, যে আপনি পূর্ব্বজন্মান্তরে এ দাসের কোন পরম বন্ধু ছিলেন, তার আর ভুল নাই, নচেৎ এমন উপকার কে আর করে থাকে? সে যা হোক্, অদ্য হইতে মহাশয় আমার ধর্ম্মতঃ পিতা হলেন। যখন যে আজ্ঞা করবেন তখনই এই ভৃত্য কৃতসাধ্য হতে ত্রুটি করিবে না।

কামিনী। ওহে চোর তুমি আর আমার অন্য কি কায করবে, তুমি কেবল হুঁকা আলবোলার কার্য্যেই নিযুক্ত থাক। আর একটী কথা বলি তোমাকে চোর চোর বলে কত ডাকবো। তোমার নাম রামবল্লভ রহিল।

কুমার। যে আজ্ঞা—

কামিনী। (ক্ষণেক বিলম্বে) ওহে রামবল্লভ এক ছিলিম তামাক সাজ দেখি।

রাম। যে আজ্ঞা এই ধরুন, তামাক ইচ্ছা করুন।

কামিনী। (রামবল্লভের প্রতি) কেমন রামবল্লভ, এখন তুমি তামাক সাজতে বেশ পারদর্শী হয়েছ।

রাম। আজ্ঞা এখন আর ও কায আটকায় না।

কামিনী। (ক্ষণেক বিলম্বে) রাম—

রাম। এই তামাক ইচ্ছা করুন।

এইরূপে রসবতী পতিরে লইয়া।
কাশীতে আইলা তিনি তরণী খুলিয়া॥
বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার করিল প্রণাম।
পুনশ্চ গমন করে নাহিক বিশ্রাম॥

কুমার। (স্বগত) এই ঘাটেই আমার ভৈরবীর সহিত সাক্ষাৎ হয়েছিল, এমন দিন কি আর হবে, যে আবার দেখা পাব, আবার তিনি করুণা করে এ দাসত্বপদ মোচন করবেন। তাতো তিনি বলেই দিয়েছিলেন যে, দেখ যেন এমন কায আর না হয়, তা আর কি হবে, এখন একবার তাঁহার উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি।

দাসী। (কামিনীর প্রতি) দেখ্ ঠাকুরাণি, সওদাগর সেই ভৈরবীর প্রতি প্রণাম কচ্চেন।

কামিনী। রামবল্লভ, ভাল করে এক ছিলিম তামাক সাজো।

কুমার। যে আজ্ঞা, (আস্তে ব্যস্তে হুঁকা অন্বেষণ ও তামাক সাজিয়া কামিনীর হস্তে ধারণ) এই ধরুন তামাক ইচ্ছা করুন।

কর্ণধার অবিরত বাহিছে তরণী।
পাটনায় আসিয়া সবে করে হরিধ্বনি॥
তবে রামবল্লভে ডাকিয়া কহে ধনী।
সহর দেখিতে যাব চল হে আপনি॥

সেখানেতে লক্ষহীরার বাটীটী দেখিয়া।
তরণী খুলিল পুনঃ সুবায়ু পাইয়া॥
কাঁটোয়া পাটলি নবদ্বীপ পাছু করি।
অবিলম্বে কালীঘাটে উত্তরিল তরী॥
স্নান ভোজনান্তে দিল তরণী খুলিয়া।
ত্বরায় আইল তরী উলু যে বেড়িয়া॥

কামিনী। (দাসীর প্রতি) সহচরি! এখন আমরা কোথায় এসেছি?

দাসী। আর কি, আমরা প্রায় স্বদেশেই এসেছি, এখন এই স্থান থেকে সরে পড়াই কর্ত্তব্য হচ্চে।

কামিনী। (কুমারের প্রতি হাস্য করিয়া) দেখ রামবল্লভ এইবার একছিলিম ভাল করে তামাক সাজ।

(সদাগর কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে উপবিষ্ট।)

কামিনী। বলি ওহে রামবল্লভ, আমার এইখানে তো শ্বশুর বাড়ি হচ্চে, তা অনেক দিন যাওয়া আসা নাই, এখন একবার সেখানে যেতে হবে, অতএব তুমি এই তরণীর অধীশ্বর হয়ে থাক। আর নাবিকদিগকেও বলে দিচ্চি তোমার অমতে কোন কায করবে না। তবে তিন দিন মাত্র আমার অপেক্ষা রেখো। কর্ণধার! তোমরা এই ব্যক্তি যা বলবে তাই করবে তাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

[কামিনী ও সোণামণির প্রস্থান।

কুমার। (স্বগত) এই তো আজ তিন দিন গত হলো, তাঁরা তো এখনও এলেন না, তবে বুঝি কোন বিপদই ঘটেছে, কি কোন পীড়া হয়ে থাকবে। ভেবে আর কি করব, তাঁরা তো আর নিয়মের মধ্যে এলেন না, তবে আর কেন আশা রাখি, আমার তো এই নিকটেই বাটী এত ভয়ই বা কিসের, কালী কালী বলে তরণীর বন্ধন মোচন করি। আর তারা যদিই আসে, তা হলে কোথাই বা আমার দেখা পাবে।

কর্ণ। (সাধুর প্রতি) মহাশয়! কই তাঁরা তো এলেন না, আর আমরা থাকতে পারব না, এক্ষণে যা তোমার মত হয় তাহাই করুন।

কুমার। তবে তোমরা এক্ষণে এক কায কর, তাঁর বাটী মেদিনীপুর তা আমি বেশ জানি, অতএব আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, সেইখানে তরণী লয়ে চল।

কর্ণ। যে আজ্ঞা—

তবে কর্ণধারগণ তরণী খুলিল।
দেখিতে দেখিতে মেদিনীপুর প্রবেশিল ॥

কর্ণ। মহাশয়! এইতো মেদিনীপুরের সওদাগরী ঘাট, তরণী বন্ধন করি।

কুমার। অবিলম্বে বন্ধন করিয়া, ডঙ্কা বাদ্য করিতে আরম্ভ কর।

ইতি পঞ্চমাঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

মেদিনীপুর—কীৰ্ত্তিচন্দ্র সওদাগরের বাটী।

কীর্ত্তিচন্দ্র উপবিষ্ট।

(কুমারে প্রবেশ।)

কুমার। (পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান)।

কীর্ত্তি। (হৃষ্টচিত্তে আলিঙ্গন দিয়া) বাছা কুমার, তবে সব কুশল তো? এত বিলম্ব কি জন্য হলো?

কুমার। বিলম্বের কারণ এই, সেটী অতি আশ্চর্য্য সহর। এবং ব্যবসা কার্য্যের বিলক্ষণ সুবিধা ছিল, এজন্য আসিবার সাবকাশ হয় নাই।

সাধুদত্তের অন্তঃপুর।

কুমারের মাতা উপবিষ্টা।

(কুমারের প্রবেশ।)

কুমার। (মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান)।

কু-মা। সস্নেহবাক্যে) বাছা কুমার, আজ আমার কি সুপ্রভাত, তা না হলে কি আমি তোমার বিধুবদন অবলোকন কত্তে পেতাম, বাছা দেখ দেখি, তোর দুঃখিনী জননী তোমায় ভেবে ভেবে দুটি চক্ষু অন্ধপ্রায় হয়েছেন,

যাদুমণি তোর কি এ দুঃখিনী জননী বলে আর মনেও ছিলনা। তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব, তুমি আমার অন্ধের যষ্টি, তুমি আমার নয়ন পুত্তলি, তুমি আমার অঞ্চলের নিধি, তুমি আমার দরিদ্রের ধন, বাপ তোকে ছেড়ে আমি যে মৃতপ্রায় হয়ে আছি, একবার আমায় মা বোলে কোলে আয়। আমি তোমার সুধামুখের অমিয় বাক্য শ্রবণ করে তাপিত প্রাণ শীতল করি।

কুমার। ঠাকুরাণি! আমি কি আর নিশ্চিন্ত ছিলাম, বাণিজ্য কত্তে গেছি, সে কায শেষ না করে কি করে হঠাৎ আসতে পারি, আমায় ক্ষমা করুন।

কামিনীর অন্তঃপুর।

(কামিনী ও সোণার উপবেসন)।

কামিনী। দেখ প্রিয়সখি! আজ যেন ডঙ্কা ধ্বনি শুনেছি, বোধ হয় কুমার বাটী এসেছেন, তুমি একটু সাবধানে থেকো।

দাসী। তার আর ভাবনা কি।

কুমার। (স্বগত) এই তো অস্তাচলে তপন গমন কল্লেন। শশীর উদয় দেখ্‌চি, তবে তো আমার পণ সাধন করবার এই সময় উপস্থিত আর দেরি করি কেন, যাওয়া যাক।

কুমারের দ্বারে আঘাত।

(দাসীর প্রবেশ)।

দাসী। (সাধুর চরণে প্রণাম করিয়া) আজ যে পূর্ব্বের অরুণ

পশ্চিমে উদয়? চন্দ্রদেব ভূমে প্রকাশ? যা হোক্ মহাশয়! অভাগিনী চিরদুঃখিনী এরা আছে কি মরেছে তা একবার মনেও কত্তে হয়, না সওদাগরী আর কেউ করে না, তা বলে কি তারা এই রকম করে থাকে?

কুমার। সহচরি! আর আমায় মিছে কেন তিরস্কার করিতেছ, আমার কি আর অসাধ যে তোমাদের ভুলে সেই বিদেশে বাস করি। তবে কি করি, যে কার্য্যে গমন করেছি সে কার্য্য সমাধা না করে কেমন করে আসি। এই জন্যই বিলম্ব হয়েছে তা সে যা হোক্, এক্ষণে আমার যে পণ আছে সেই পণ রক্ষা কত্তে চাই, তা না কল্লে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে।

দাসী। সচ্ছন্দে করুন তা এখন আর কে বারণ করবে, কিন্তু একটী কথা আছে, হিসাব করে মেরো, তা না হলে বিনা হিসাবে কি করেইবা মার্‌বে।

কুমার। (সসব্যস্তে খাতা অন্বেষণ) স্বগত তাই তো খাতা নাই যে, তবে আর কি কর্‌ব। হায় হায় কি কল্লেম প্রতিজ্ঞাটা আপনা হতেই ভঙ্গ কল্লেম। এখন দাসীকে কি করে হিসাব দেখাব (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ) হা ঈশ্বর এমন সময় খাতা নাই, কিন্তু যখন কাশ্মীরে ছিলাম তখন হিসাব দেখেছি, তিন লক্ষ কুড়ি হাজার জুত বাকী। প্রকাশ্য) তুমি হিসাবের কথা বল্‌চ বটে, তা

এখন হিসাব কত্তে গেলে, অনেক সময় চাই, তা আপাতক আমি ঘা কতক মারি। তার পর তখন হবে।

কামিনীর গৃহ।

উদরের বসন খুলিয়া গর্ব্ব বিষয় চিন্তা।

সাধুর প্রবেশ।

কুমার। সহচরী এ আবার কি রকম। কামিনীর গর্ব্বের লক্ষণ দেখ্‌চি যে, তোমরা তবে তো বড় উপকারি লোক দেখ্‌চি, একেবারে ছেলের বাপ করে কেলেচ। একে তোমার ঠাকুর কন্যার তরঙ্গবয়েস, তাতে আবার শূন্যঘর আর তোমরাও ছুজন বেশ মিলেচ। এ কায কার কাছে শিখেছিলে, যদি ঢাক্‌তেই জান না, তবে এমন কাজের কল। (এই কথা বলিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া গর্জ্জিত বচনে) রে কুলকুলঙ্গিনী তোর এই কাজ তা এখন আর কি বলব, পূর্ব্বেই জানি এই জন্যেই আমি দ্বারে চাবি দিয়েছিলাম, কিন্তু দ্বারওতো সেইরূপ রয়েচে, তবে তোরা একর্ম্ম কিরূপে কর্‌লি। মনে বুঝি এইটীই স্থির করেছিলে, যে সাধুর আর পুনরাগমন হবে না, এখন কি হবে বল দেখি। এই দেখ তোদের সমূলে সংহার করি।

(সাধুর অস্ত্রগৃহে প্রবেশ)।

কামিনী। (দাসীর প্রতি) প্রিয় সহচরি, এখনকার উপায় কি, সাধুতো এখনি আসিয়া প্রাণ নাশ কর্‌বে, অতিশয় রাগিত হয়েছেন, কিসে সান্ত্বনা কর্‌বে বল দেখি।

দাসী। ঠাকুরাণি, তার এত চিন্তা কিসের, উনিতো সেই সাধু, আমিইতো সেই দাসী, আর আপনিইতো সেই, দেখ দেখি সাধুকে কি করি, (দাসীর লক্ষহীরার পরিচারিণীর বেশ ধারণ) এই চল্লেম, সাধুর কাছে চল্লেম।

[খতখানি হস্তে করিয়া দাসীর প্রস্থান।

সাধুর অসিহস্তে ক্রোধভরে গমন।

দাসীর লক্ষহীরার পরিচারিণীর বেশে দণ্ডায়মান।

কুমার। (আচম্বিতে লক্ষহীরার পরিচারিণীকে অবলোকন করিয়া ত্রাসিত মনে অসি ত্যাগ ও সমাদর করিয়া) এসো এসো, তবে এই নিশি সময়ে একাকিনী কোথা হতে আসা হচ্চে, আসুন আমার সঙ্গে আসুন, (দাসীকে সঙ্গে করিয়া আপন গৃহে প্রবেশ) দাসীকে আসন প্রদান।

দাসী। (আসনে উপবিষ্টা হইয়া) মহাশয়, ঠাকুরাণী আপনার নিকট প্রেরণ কল্লেন, যে এত দিন হলো কৈ সাধুতো এলেন না, তবে আর আমার টাকা কেন পড়ে থাকে, তা তুমি সাধুর নিকট গমন কর। কি করি আমি দাসী, যা বলে তাই কত্তে হয়। কাযে কাযেই এলেম কিন্তু তোমার বাড়ী কোথা তা জান্‌তেম না, এখন জয়পাল নামে একটী সওদাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায়, সেই আপনার বাটীর ঠিকানা বলে দিলেন, তাই এত কষ্ট স্বীকার করে এই আস্‌চি, এক্ষণে টাকা দিন আমি শীঘ্র গমন কর্‌ব।

কুমার। তার আর ভাবনা কি, আমিও অতি শীঘ্র পাটনায় যাচ্চি। তা তোমার ঠাকুরাণীর যে টাকা ধারি তা সমস্তই দিব, আর আমার লক্ষহীরার কণ্ঠে কি টাকা বড়।

দাসী। সে আবার কি কথা, আপনি সেখানে যাবেন, তা যখন যাবেন তখন যাবেন, এখন আমি কত কষ্ট স্বীকার করে কত ব্যয় করে এত দূর এলেম, আমার টাকা ফেলে দিন, আপনার অভাব কি, আপনি তো ইন্দ্রতুল্য লোক, কি ছেঁড়া লেটা তুচ্ছ টাকা মিটিয়ে দিন, তা না দিলে আমিই বা কি করে সুধু হাতে যাব, তা কখনই হবে না, টাকা দিতে হবে। আর যদি না দেওয়া হয় তবে আমার সঙ্গে চলুন।

কুমার। আমার যেতে কিছু বিলম্ব হবে, তা তুমি আর কত দিন এখানে থাক্‌বে, এ কারণ বল্‌চি তুমি যাও, আমি অতি সত্বরেই যাব।

দাসী। তবে বোধ হচ্চে তুমি সহজে টাকা দিবে না, কিন্তু টাকাও দিতে হবে আর অপমানও হবে, এখন আমি নিজ তরণীতে চল্লেম, তুমি টাকা গুণে গেঁথে ঠিক করে রাখ।

[দাসীর প্রস্থান।

কুমার। (স্বগত) তাইতো দাসীটে এখানেও এসেচে, এখন করি কি, ভাবলেই কি হবে, তখন দেখা যাবে যা হয় তাই হবে। এখন বাহির বাটীতে পিতার কাছে যাওয়া যাক্‌—গমন।

কামিনীর নিকট দাসীর প্রবেশ।

দাসী। ঠাকুরাণি, কৈ সাধু এখানে এসেছিল? কেমন এক তাড়া দিয়ে একেবারে সেই কত্তার কাছে পাঠায়েছি। আবার দেখ, কি করি।

কামিনী। আবার কি করবে?

দাসী। এই দেখ সেই কাশ্মিরের চোপদারের বেশ ধারণ করি, এবার সেই তাঁর পিতার কাছেই যাব। (দাসীর চোপদারের বেশ ধারণ)।

কুমারের বৈঠকখানা।

কুমারের পিতা ও অন্যান্য কতকগুলি সভাসদ উপবিষ্ট।

দাসীর চোপদার বেশে প্রবেশ।

কুমার। (চোপদারকে দেখে সসব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া কিছু দূর গমন ও চোপদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া) আস্‌তে আজ্ঞা হোক্।

চোপ। তুমি এখানে যে! তোমার তরণী কোথায়? তা বেশ করেছ, তোমার কিরূপ ব্যবহার বল দেখি? এখন কর্ত্তা অত্যন্ত ক্রোধিত হয়েছেন, তা না হবেইবা কিসে, তুমি তার অর্থ টর্থ সমস্তই অপহরণ করেছ, এখন তার সমুচিত ফল ভোগ কত্তে হবেনা?। এই আমাকে আদেশ করেছেন, যে তাকে যেখানে দেখ্‌তে পাবে, সেইখানেই বন্ধন করবে। এখন তোমার প্রাণ বাঁচান ভার হয়ে উঠলো।

কুমার। (এই কথা শুনিয়া জ্ঞান শূন্য ও ক্ষণেক বিলম্বে সুস্থ হইয়া চোপদার প্রতি) তাতে আর আমার দোষ কি? কর্ত্তা আমাকে যেরূপ বলে গেলেন তার বিপরীত কাল হয়ে উঠলো, কাযে কাযেই তখন আর কি করি, উপায় না দেখে সেই সকল দ্রব্য এই বাটীতে আনয়ন করেছি। এক্ষণে আপনি গমন করুন, আমি পশ্চাতে গমন কচ্চি,

কারণ এখন অত্যন্ত ক্রোধিত আছেন, এমন সময় সে-খানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লে আমার আর নিস্তার নাই।

চোপদার। (কুমারের কথায় তুষ্ট হয়ে) তা হানি নাই, তবে আমি আগেই যাই এবং অনেক রকম করে বুঝায়ে দেখিগে যদি তোমার অপরাধ মার্জ্জনা কত্তে পারি। তা দেখ রামবল্লভ, কল্য প্রাতেই কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করো।

কামিনীর উপবেশন।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। ঠাকুরাণি! আমি যা করবার তাই করেছি, এক্ষণে আপনাকে আর একটি কায কত্তে হবে, সেই কাশ্মীরের মোগলানীর বেশ ধারণ করে গর্ভের সূত্র করে সাধুকে কতগুলি তিরস্কার কত্তে হবে, তা হলে প্রায় সব কাযেরই এক রকম শেষ হয়।

কামিনী। তা তোমার কথায় কি আমার অমত আছে, এই চল্লেম—(মোগলানীর বেশ ধারণ)।

কুমারের নিভৃতে চিন্তা।

কুমার। (স্বগত) হায় হায়! কাল সেই সওদাগর এলে কি কথাই বল্‌ব, না জানি কত অপমানই করবে যে, তার আর ঠিক নাই, যেমন কায করেছি তার ফল ভোগ কত্তেই হবে।

মোগলানীর প্রবেশ।

কুমার। (দূর হইতে দৃষ্টি করিয়া স্বগত) হায় হায়! কি বিপদ, সময়ক্রমে কি সকলই ঘটে যায়, এই আবার সেই মোগলানী আস্‌চে দেখ্‌চি, এখন কি উপায় করি এখানে এসে যদি সব প্রকাশ করে দেয়, তা হলে তো-

আর নিস্তার নাই, জাতটাও যাবে আর অপমানের শেষ হতে হবে।

মোগ। (সাধুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হাস্যবদনে) সেলাম, ভাল তুমি খুব সুজন, প্রণয়ের কাযইতো এই, এ কি ধর্ম্মের কর্ম্ম, তখনইতো আমি বলেছিলাম, যে শেষ রাখ্‌তে পারবেনা, এখন আমাকে পাথারে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছ, আমার এখন গর্ভ উপস্থিত, আমার স্বামী এই লক্ষণ অবগত হয়ে বাটী হইতে বহিস্কৃত করে দিলেন, তা ভেবে চিন্তে উপায় বিহীন হয়ে কি করি, তোমার অন্বেষণ কত্তে লাগলাম, কিন্তু কোন খানেই তোমার সাক্ষাৎ পেলেম না, তবে অনেক অন্বেষণে এই অদ্য এখানে এসেছি। এখন যা বিহিত হয় করুন। আর আমি ভয় করি না, যখন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেচি। কিন্তু আরো বলি, আমি যত কষ্টই করিনা, তোমার চাঁদ-মুখ দেখে সম্প্রতি বড় সুখী হলেম, এখন আসুন, দুজনে একত্রে সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করি।

কুমার। (স্বগত) কি বিপদেই পড়লাম, (প্রকাশে) হাঁ তা তোমায় কি আমি ত্যাগ কত্তে পারি, তবে একটি কায কত্তে হবে, তুমি হলে মুছলমান, আমি হলেম হিন্দু, আর এ হলো আমার স্বদেশ, তাতে করে বলি কি আমি তোমাকে অনেকগুলি অর্থটর্থ দিচ্চি, দেশে গমন কর।

লক্ষহীরার দাসীর প্রবেশ।

দাসী। সওদাগর মহাশয়! শীঘ্র আমার বিষয়টা মিটিয়ে দিন, আর অপেক্ষা কত্তে পারি না।

চোপদারের প্রবেশ।

চোপ। রামবল্লভ! তোমাকে কর্ত্তা বন্ধন করে নে যেতে বলে-ছিলেন, আমি কত রকম করে বুঝ্যে সুজিয়ে এলেম,

অতএব তাঁর যে সকল অর্থ সামগ্রী ছিল সেই সব লয়ে শীঘ্র আসুন।

কুমার। (তিনটি উপস্থিত বিপদ দেখে) মনে মনে ত্রাসিত হইয়া মুখশ্রী একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ঘন ঘন হৃদকম্প করিতে লাগিল, একেবারে বাক্য রহিত হইয়া নিস্তব্ধ।

কামিনী। (পতির এরূপ অবস্থা দেখিয়া দাসীর প্রতি ইঙ্গিত) প্রিয়সখি! আর প্রাণনাথের এ দুর্গতি দর্শন কত্তে পারি না, এক্ষণে শীঘ্র উপায় কর, যে যাতে উভয়েরই মান থাকে।

চোপ। (সাধুর প্রতি) মহাশয়! এক্ষণে আমি আপনাকে একটী সদ্যুক্তি দিতেছি শ্রবণ করুন। তা হলে আর এ কষ্ট ভোগ কত্তে হবে না।

কুমার। (চোপদারের বাক্যে পুনর্জ্জীবীত হইয়া যোড়হস্তে) মহাশয় আপনার আজ্ঞা কি আমি লঙ্ঘন কত্তে পারি, আপনি যে আজ্ঞা প্রদান করবেন তাহাই শিরোধার্য্য।

চোপ। মহাশয়! সে সব কথা এমন স্থানে বলা হবে না একটী নির্জ্জন স্থানে যেতে হবে তা আর এমন নির্জন স্থান কোথায় বা আছে চলুন আপনার অন্তঃপুরেই যাই।

কুমার। যে আজ্ঞা।

কামিনীর অন্তঃপুর।

(লক্ষহীরার সঙ্গিনী ও চোপদার এবং মোগলানী ও কুমারের প্রবেশ।)

কুমার। (নিজ গৃহ শূন্য দেখে কোন কথা চোপদারের ভয়ে প্রকাশ না করিয়া চোপদারের প্রতি শপথপূর্ব্বক) মহাশয় কি উপদেশ বলবেন বলুন।

চোপ। মহাশয়, আপনার কি রকম ব্যবহার, স্ত্রীহত্যা কত্তে উদ্যত, আপনার সহধর্ম্মিণী তার প্রতি এরূপ ব্যবহার কত্তে আছে? আচ্ছা বল দেখি এখন সে কামিনী কোথায়।

কুমার। এই তো ঘরেই ছিল সম্প্রতি দেখতে পাচ্চি না।

চোপ। আপনি হত্যা করিতে উদ্যত হয়েছিলেন, বোধ হয় প্রাণভয়েই গমন করেছেন, কিন্তু আমি যখন আসি তখন তিনটী স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়েছিল, অনুভবে বোধ কল্লেম তিনটী ভদ্রলোকের কন্যা হতে পারে, এই বিবেচনা করে পথ রুদ্ধ করেছিলাম, তারা ভয়প্রযুক্ত আমার সমক্ষে সব প্রকাশ করে বলেছেন, সেই সব শুনে খুব যত্নসহকারে নিজ নিকেতনে রেখে এসেচি, এখন বিবেচনা করুন দেখি, যদি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হতো তা হলে তো তোমার কুলের গৌরব একেবারেই শেষ হতো।

কুমার। মহাশয়! এখন আমি বেশ বুঝতে পাল্লেম যে আপনার চেয়ে প্রিয়বন্ধু আর এ জগতে কেহই নাই এক্ষণে আপনি যা বলবেন তাই করব।

চোপ। (হাস্যবদনে) আমার আদেশ, যে যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন পর্য্যন্ত আর কখন সেই স্ত্রীলোক গুলিকে অনাদর করিবে না। এবং সদা মিষ্ট কথায় তুষে রাখবে। তা হলে তুমি যে অর্থ কড়ি পেয়েছ, তারও কোন দায়ী হতে হবে না।

কুমার। তোমার কথা কখনই অন্যথা করব না, প্রাণান্ত হয় সেও ভাল।

চোপ। দেখ আমি তোমার আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বল্লে

কুমার। (যোড়হস্তে গলায় বসন দিয়া উপবিষ্ট)।

চোপ। দেখ প্রথমতঃ নারীর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে উঠতে দশ জুত বসতে দশ জুত প্রহার করব, তাঁর পণ ছিল তোমাকে তামাক সাজাবে। তৎপরে তুমি সওদাগরী কত্তে যাবার কালীন তাহাদিগকে দ্বারে চাবি দিয়া রাখিয়া যাও, পরে যখন তোমার তরী রাজমহলে পৌছায়, তখন জয়পাল নামক একটী সওদাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তাকে তুমি কিছু উপহারও দিয়াছিলে, সেও তোমার সম্মান রাখিয়াছিল, পরে পাটনায় গিয়া তরণী বন্ধন করিয়া সেখানে লক্ষহীরার সঙ্গে আলাপ কর। প্রত্যহ লক্ষটাকা ব্যয়ও করেছিলে, শেষে দশ লক্ষ টাকার জন্য খত লিখিয়া দেও তার সাক্ষী এই হীরার দাসী, তৎপরে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কাশীতে গমন কর, পরে কোন দৈববলে ভৈরবীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তুমি সেই ভৈরবীর নিকট অনেক সাধ্য সাধনা করে, বর প্রাপ্ত হও এবং কতকগুলি অর্থও পাও, সেই অর্থ লয়ে কাশ্মীরে গমন কর, তথায় অঙ্গুরী কিনিতে এক দাসী আসে, সেটী মণিলাল সওদাগরের পত্নীর দাসী, আঁকড়ে অঙ্গুরী লয়, তাহার কর্ত্তৃক সেই কামিনীর রূপবর্ণনা শুনিয়া উন্মত্ত হইয়া দাসীর শরণ লও, পরে সেই দাসী কর্ত্তৃক এক একটী অঙ্গুরী পণ করিয়া সাধুর স্ত্রীর সহিত মিলন হয়, তৎপরে সেই সাধুর স্ত্রী মান করিয়া যবন জাতি প্রকাশ করে, তুমি তাহার প্রণয়ে আশক্ত হয়ে তাহার কাছে কলমাও পড় ও খানাও খাইয়াছ এমত সময় তার পতি আসিয়া তোমাকে ধৃত করে, এবং কারাগারে রুদ্ধ করে রাখে, পরে আমাদের কর্ত্তা সেখানে যাইয়া তোমাকে আনয়ন

করেন, সেই এই মোগলানী, এখন দৃশ্য করুন। আর বলুন সত্য কি মিথ্যা।

কুমার। সকলই সত্য এর মিথ্যা কিছুই নয়।

চোপ। তবে এই যে মোগলানী ইনি আপনার সহধর্ম্মিণী, আর আমরা আপনার ক্রীতদাসী এই দুই জন। আপনি বেশ করে নিরীক্ষণ করুন দেখি।

কুমার। মহাশয়! আপনার আমি শরণাগত ব্যক্তি, আমার প্রতি এরূপ বিদ্রূপ করা আপনার কোন মতে সম্ভব নহে। অধিক কি আর বলব আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন। তাতে আপনার ধার জন্মেও পরিশোধ কত্তে পার্‌ব না। (এই কথা বলিয়া সাধুর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে মূর্চ্ছা)।

কামিনী পতির অবস্থা দেখিয়া নিজ বেশ ধারণ ও দুই জন দাসী দুই ধারে দণ্ডায়মান।)

কামিনী। (যোড়হস্তে) প্রাণনাথ; একবার অধিনীর প্রতি দৃষ্টি করুন। আমি আর আপনার দুর্গতি দৃশ্য করতে পারি না। চোগদার যে সকল কথা বল্লেন সকলই সত্য, উনি আপনাকে কপটতা করেন নাই, একবার বিধুবদন উত্তোলন করুন, আপনার অধীনা দাসী আর তোমার কষ্ট দেখতে পাচ্চে না, হায়! হায়! আমি কি পাপিনী, তা না হলে আমার মাথার মণিকে ধূলায় পতিত কল্লেম, জীবিতনাথ! একবার চক্ষু উন্মীলন করুন।

কুমার। (চৈতন্য প্রাপ্তে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) উঃ কি নিদ্রা একেবারে ধূলায় শয়ন। তোমরা আমাকে কেউ চেতন করাও নাই।

(পরে উভয়ের মিলন ও স্বর্গযাত্রা।)

বিক্রম। (কালীদাসের প্রতি) তোমার আদ্যোপান্ত শ্রবণ কল্লেম, কিন্তু কিছু কিছু অসম্ভব বিবেচনা হচ্চে, কারণ কামিনীকে বাটীতে চাবি দিয়া কুমার বাণিজ্যে গমন কল্লেন, এত দিন কি তার পিতা মাতা অন্বেষণ করে নাই।

কালী। মহারাজ! যখন কুমার বাণিজ্যে গমন করেন, তখন হাটুদত্তের প্রতি বলে যান, যে আমি আপন বনিতাকে সমভিব্যারে লয়ে চল্লেম। যাবৎকাল আমি বাণিজ্য হইতে প্রত্যাগমন না করি, ততদিন অবধি যেন কেহ এই বাটীর দ্বার উদ্ঘাটন না করেন।

বিক্রম। আচ্ছা তা যেন হলো, কিন্তু পাটনায় যখন লক্ষ্মীহীরার সঙ্গে বহুদিন পর্য্যন্ত আলাপ করেন, এবং ঐ দুইটী দাসী সঙ্গেই ছিল, কিছুই তার জান্‌তে পাল্লেন না, এবং কাশ্মীরে ফের ঐ কামিনী মোগলানী বেশ ধারণ করেন, পুনরায় ঐ দাসী সাধুর নিকট অঙ্গুরী ক্রয় কত্তে যায়, ও মণিলাল বেশ ধারণ করে, এবং চোপদার হন, এতেও কি কিছু জান্‌তে পাল্লেন না এর কারণ কি?

কালী। মহারাজ শ্রবণ করুন, ঐ যে দুই দাসী উহারা তন্ত্র মন্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিল, এ কারণ যখন কুমার চিনি চিনি করিতেন তখন পূর্ব্বোক্ত মায়া মন্ত্র প্রভাবে সাধুকে ভুলাইয়া দিতেন।

বিক্রম। (নিস্তব্ধ) ও সভাভঙ্গ।

সম্পূর্ণ।

কলিকাতা চিৎপুর রোড ১১৭ নং ভবনে সুধার্ণব যন্ত্রে
শ্রীহরিলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত।